প্রশান্তির বাণী

নোমান আলী খান

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

নিশ্চই আমার সালাত,আমার কুরবানী,আমার জীবন এবং আমার মরণ সবকিছু কেবল বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

^

প্রকাশকের কথা

বর্তমান সময়ে আমাদের মধ্যে ইসলামের যে আসল শান্তি ও তৃপ্তি সেটা আমরা হারিয়ে ফেলছি।আমাদের অন্তর হয়ে যাচ্ছে শক্ত আমরা আল্লাহর ইবাদাতে প্রশান্তি খোঁজে পাচ্ছি না।পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে যাচ্ছে যে আমরা মুসলমান হয়েও ইসলামের আসল স্বাদ গ্রহণ করতে পারছি না।নোমান আলী খান একটা সময়ে একজন নাস্তিক ছিলেন।নাস্তিকতা থেকে বের হয়ে তিনি ইসলামের প্রশান্তির ছাঁয়াতলে আসতে পেরেছিলেন আল্লাহর দয়ায় ও রহমতে।উনার প্রত্যেকটা লেকচার শুনলে আপনি মুগ্ধ হবেন ইসলাম সম্বন্ধে আপনি নতুন অনেক তথ্য জানতে পারবেন।উনার প্রত্যেকটা লেকচার আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে ইনশাআল্লাহ আপনাদেরও করবে।উনার লেকচার শুনে আমার কোরআনের প্রতি ভালোবাসা অধিক হারে বেড়ে গেছে।উনার লেকচার আমার মনে প্রশান্তি পৌছিয়ে দিয়েছে।ইনশাআল্লাহ আশা রাখি আপনাদের মনে প্রশান্তি ফিরে আসবে।

বইটি শুধুমাত্র PDF আকারেই বানানো হয়েছে।বইটিতে নোমান আলী খানের বিভিন্ন লেকচারের বাংলা অনুবাদ তুলে ধরা হয়েছে।বাংলা অনুবাদের

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

ক্ষেত্রে প্রশংসার দাবীদার Nak bangla টিম/ফেসবুক ফেইজকে।উনারা নোমান আলী খানের প্রত্যেকটা লেকচারের বাংলা অনুবাদ করে থাকেন।উনাদের ওয়েবসাইট Nakbangla.com গেলে আপনারা নোমান আলী খানের অসংখ্য লেকচারের বাংলা অনুবাদ পড়তে পারেন সাথে সাথে উনাদের Youtube চ্যানেল Noman Ali bangla Collection এ গেলে নোমান আলী খানের বাংলা ডাবিংকৃত ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন। Nakbangla প্রকাশিত নতুন বই "প্রশান্তির খোঁজে" রকমারি থেকে কিনে পড়তে পারেন। যদিও আমার এখনো পড়া হয়নি । Nakbangla টিমকে আমি উৎসর্গ করলাম এই বইটা। উনাদের কারণেই আমি এই বইটি তৈরি করতে পেরেছি আল্লাহর রহমতে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উনাদের কাজকে কবুল ও উনাদের কাজে বারাকাহ দান করুন।

আর আপনারা যারা বইটি পড়ে উপকৃত হবে তাহলে আপনাদের প্রার্থণায় Nakbangla টিমের জন্য এবং আমি অধমের জন্য দোয়া করবেন।

ভুল ত্রুটি হলে অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন।

জামিল আহমদ

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

সূচিপত্র

- মনের অস্থিরতা দূর করার উপায়।
- দুঃখিত হওয়া দোষের কিছু নয়।
- দাওয়াত না ঝগড়া
- শয়তানের পথভ্রষ্টতার পলিসি ও আমরা।
- চিন্তাশীল হওয়ার গুরুত্ব।
- পৃথিবী আমাদের দ্বিতীয় জীবন।
- মানসিক শান্তির সন্ধানে।
- আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক।
- ইসলামের পথে হৃদয়কে অবিচল রাখা
- জান্নাতের দরজা
- আরো কিছু অনান্য ভাইদের লেখা। যেমনঃ শাহ মুহাম্মদ তন্ময় ও শিহাব আহমদ তুহিন ভাইয়ের লেখা।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

মনের অস্থিরতা দূর করার উপায়

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এরশাদ করেনঃ "সে(মানুষ)বিপদগ্রস্থ হলে হা-হুতাশ করতে থাকে।" (৭০ : ২০)

অর্থ ৎ,।যখন মানুষ ব্যর্থ হয় কিংবা কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, তারা খুব তাড়াতাড়ি অধৈর্য হয়ে পড়ে আর হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। এমনকি আল্লাহর নির্দেশ না মেনে পাপ কাজে লিপ্ত হয় বা অসংযত আচরণ করে। এখানে 'জুজুয়া'(أعوزج)শব্দটি 'সবর'(ربص)এর বিপরীত। মূলতঃ এটি দ্বারা মানুষের মনের অসহনশীল প্রকৃতিকেই তুলে ধরা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক - আমরা কোন পরীক্ষায় খারাপ করলাম কিংবা ব্যবসায় বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হলাম। এরপর সচরাচর আমরা যা করি তা হলো প্রথমেই মন খারাপ করে বসে বসে ভাবি আমি হয়তো শেষ। 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাকে পরিত্যাগ করেছেন, তিনি আর আমার দুঃখ-দুর্দশা বা প্রয়োজনের দিকে খেয়াল করেন না।.. এমনকি মানুষকে এটাও বলতে শোনা যায়, 'আমি যতই আল্লাহর আনুগত্য করি না কেন, জীবনে স্বস্তি তো আসেই না বরং তা আরও কঠিন থেকে কঠিনতর হয়। এসব আল্লাহর ইবাদাত করে আমার ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না'। হতাশা কাটানোর জন্য তারা বিভিন্ন

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

নিষিদ্ধ কার্যকলাপে আসক্ত হয়ে পড়ে, যেমন- মদ, ড্রাগ, অবৈধ মেলামেশা ইত্যাদি। ...

মজার বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আমাদের এই স্বভাবগত অসহনশীল প্রবণতা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত আছেন। তাই এই আয়াতে আমাদেরকে কোনো দোষারোপ করছেন না, বরং তিনি জানেনই যে মানুষ আসলেই মানসিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল এবং তীব্র প্রতিক্রিয়াশীল; কঠিন পরিস্থিতিতে তারা ধৈর্য হারাবে এবং নিজেকে আত্মসংবরণ করতে না পেরে ভুল পথে পা বাড়াবে, পাপাচারে লিপ্ত হবে; তারা আসলেই অস্থির বা 'জুজুয়া'(جَزُوْعًا)।

এর পরের আয়াতে আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন - " আবার যখন(সে)ঐশ্বর্যশালী হয় তখন কৃপণ হয়ে যায়।"(৭০:২১)

তার মানে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষের উপর কোন রহমত দান করেন তখন তারা এতটাই কৃপণ আর ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে যে, সবকিছু একাই গ্রাস করতে চায়। এই ধরনের ঘটনা আমাদের কর্মক্ষেত্রে প্রায়ই ঘটে। উচ্চপদে আসীন সিনিয়র কর্মকর্তারা অনেক সময়ই নতুন জয়েন করা জুনিয়র অফিসারদের কাজের প্রসার বা পদোন্নতিতে বাঁধার সৃষ্টি করে। কারণ মনের সংকীর্ণতার ফলে তারা নবীনদের অগ্রগতিকে নিজের ক্যারিয়ারের জন্য হুমকি হিসেবে চিন্তা করে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ্ চারিত্রিক

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

দুর্বলতাগুলো কিন্তু সব মানুষকে ইঙ্গিত করেই উল্লেখ করেছেন মানে ভালমন্দ সবার মধ্যে এই আচরণগত অসংগতিসমূহ দেখা যায়। তাই আল্লাহপাক এগুলোকে মানুষের আচরণের উপর 'গালাবা'(بلاغ) বা প্রভাববিস্তারকারী বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন অর্থ ৎ।আমাদের মনকে এভাবেই প্রোগ্রাম করে আল্লাহ্তাআলা বানিয়েছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন এই সূরার পরবর্ত আয়াতগুলোতে আমাদের এই খারাপ আচরণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে নির্দেশমালা প্রদান করেছেন। অন্যভাষায়, কি আমল বা পদক্ষেপ নিলে আমরা নিজেদের এই স্বভাবগত অসংলগ্ন প্রতিক্রিয়াকে দমিয়ে রাখতে পারবে তা সুস্পষ্টভাবে এখানে বলা হয়েছে। খুব সাধারণভাবে চিন্তা করলে, আমাদের শরীর গঠনের জন্য যেমন নিয়মিত অনুশীলন করতে হয়–ঠিক তেমন মনকে দৃঢ় করার জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রতিবিধানের উপর প্রতিনিয়ত আমল করতে হবে। এবার আসা যাক আল্লাহ কি প্রতিকার দিয়েছেন তা নিয়ে। আল্লাহ্ ঘোষণা করেনঃ "কেবল তারা ব্যতীত যারা নামাজ কায়েম করে।(আর) যারা নামাজে সর্বদা নিষ্ঠাবান থাকে।" (আল মা'য়ারিজ ২২-২৩)

সুতরাং দেহের সুগঠনের জন্য যেমন প্রতিদিন ব্যায়াম করতে হয়, তেমন আমাদের মনের অস্থিরতা দূর করার জন্য যথাযথভাবে নিয়মিত নামাজ আদায় করতে হবে। এখন সাধারণভাবে ভাবলে মনে হয়, ঠিকমত ওযু করে, জাময়াতে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করলেই কি করে আমাদের মনের এই চিরস্থায়ী রোগ ভালো হয়ে যাবে বা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে?...

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

প্রথমতঃ নামাজ আল্লাহর সাথে মানুষের সরাসরি যোগাযোগের একটি পথ। এছাড়াও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আমরা যখন নামাজে দাড়াই তখন সত্যিকার অর্থে আল্লাহর সামনাসামনি দাঁড়াই। এখন এমন একটা পরিবেশ কল্পনা করা যাক যেখানে আমরা খুব বিখ্যাত কিংবা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সাথে একান্তে বসে মিটিং করছি যেখানে আমি আর ঐ গুরুত্বপূর্ণ লোকটি ছাড়া কেউ নেই; অনেকটা চাকুরির ইন্টারভিউয়ের মতো, যেখানে আমার সাথে লোকটির কথাবার্তার উপর চাকুরি পাওয়া না পাওয়া-এককথায় আমার ক্যারিয়ারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। ... ঠিকভাবে চিন্তা করলে এটা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে নামাজের মধ্যে আল্লাহর সাথে এক নিবিড় আলোচনায় মগ্ন থাকি, যার গুরুত্ব অন্য সব আলোচনার থেকে অনেক গুণ বেশি। এর পাশাপাশি আমরা যদি কিয়ামতের দিন শেষ বিচারের একটি ছবি মনে মনে কল্পনা করি তাহলে দেখা যায়, হাশরের ময়দানেও আল্লাহর সামনে আমরা দুনিয়ার কৃতকর্মের হিসাব দিতে এক এক করে দন্ডায়মান হবো। প্রকৃতপক্ষে নামাজ যেন কিয়ামতে দিনে আল্লাহর দরবারে বিচারেরই নমুনা হিসাবে দুনিয়াতে প্রদর্শিত এক খণ্ডচিত্র।

আমরা যদি দৈনন্দিন জীবনের দিকে তাকাই তাহলে দেখা যায় যে সকালে ঘুম থেকে উঠার পর থেকেই আমাদের নানা ধরনের জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়; যথা- বাজার করা, নাস্তা তৈরি, বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানো, নিজেদের কর্মস্থলে যাওয়া, যানযট, অফিস-আদালত, ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদি। এসব করতে করতে একসময় যোহরের ওয়াক্ত হলো, নামাজে দাঁড়ালাম। তার

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

মানে কল্পনা করুন, সাথে সাথেই আমরা হাশরের ময়দানে আল্লাহর সামনে বিচারের জন্য সমাবেত হয়ে গিয়েছি। আমরা যদি সত্যিই নিজেদের ঈমানকে এতটুকু মজবুত করতে পারি, তাহলে নামাজের ওই সময়টুকুতে দুনিয়ার অন্য সকল বিষয়াদি খুবই তুচ্ছ মনে হবে এবং সেগুলো আমাদের মনে কোন প্রভাব কিংবা প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারবে না। ... আর এজন্যই পরিপূর্ণভাবে নামাজ আদায়ের ফযিলত হচ্ছে মানসিক প্রশান্তি।... সেইসাথে এটা মনে রাখাও আবশ্যক যে এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এটা এমন না যে একবার নামাজে দাঁড়ালাম আর মনের এই দুর্বলতা পুরাপুরি চলে গেলো। কেবলমাত্র নিয়মিত সালাত আদায়ের মাধ্যমেই মানসিক অস্থিরতা দূর করা সম্ভব। এর দ্বারা আমরা অনেক বেশি ধৈর্যশীল হতে পারব। হয়তো সাথে সাথেই প্রকৃত সমস্যা বা দুর্বলতার অবসান হবে না, কিন্তু আরও বেশি মানুষিক দৃঢ়টা বাড়বে যা জীবনের কঠিন সময়ে নিজেকে আত্মসংবরণ করতে সাহায্য করবে।

এছাড়াও আরও কিছু আমল বা জনহিতকর কাজের ব্যাপারে আল্লাহ্ এই সূরার পরবর্ত আঁয়াতগুলোতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি সম্পর্কে তিনি এরশাদ করেন –(এবং)তাদের সম্পদের মধ্যে (গরীব দুঃখীদের)একটি অংশ নির্ধ রিাত হয়েছে।" (২৪)

অর্থ ৎ,াআমাদের অর্থ সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে যার উপর দরিদ্র এবং বঞ্চিতদের হক আছে। অন্যকথায়, দুনিয়ায় আমরা সবাই নানা রকম সমস্যার ভিতর দিয়ে যাচ্ছি, তা সত্তেও আমরা যেন ভুলে না যাই অনেকেই

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

প্রতিনিয়ত আমাদের থেকেও আরো কঠিন পরিস্থিতির সাথে মোকাবেলা করছে। তাই আমরা যদি তাদের প্রতি সাহায্যর হাত বাড়াই বা তাদের অবস্থা বুঝার করার চেষ্টা করি তাহলে নিজেদের সমস্যাগুলো অনেক সহজ মনে হবে। ...

এভাবে আমাদের মনের সহিষ্ণুতা বাড়বে এবং যেকোন পরিস্থিতিতে আমরা অনেক বেশি ধৈর্যশীল থাকব। কেননা তখন মনে হবে, 'আমরা আর কি কষ্টের মধ্যে আছি, কত মানুষ এর থেকেও বিপন্ন অবস্থায় আছে'। এই আত্মতৃপ্ত মানষিকতার কারণে আমরা আল্লাহর প্রতি আরও বেশি কৃতজ্ঞ থাকব যেহেতু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন ঐসকল মানুষগুলোর মতো আমাদের কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেননি।

সবশেষে আল্লাহর কাছে এই দোয়া যে, আল্লাহতাআলা আমাদেরকে মানসিক অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণের তৌফিক দান করুক আর সেইসাথে নিয়মিত নামাজ কায়েম এবং যথাযথভাবে দান করার মাধ্যমে নিজেদেরকে আরও বেশি ধৈর্যশীল এবং সহনশীল হওয়ার সামর্থ দ্যান করুক।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

দুঃখিত হওয়া দোষের কিছু নয়

কুরআনে উল্লেখিত ইয়াকুব আঃ এর একটি উক্তি নিয়ে কথা বলতে চাই। উনি উনার সন্তানদের সাথে কথা বলার সময় এই উক্তিটি করেন, যখন তার সন্তানরা তার উপর হতাশ হয়ে পড়ছিল এ কারণে যে উনি ইউসুফ আঃ এর কথা ভুলতে পারছিলেন না, আর এটা নিয়ে সবসময় দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে থাকতেন।আপনি কি ইউসুফের কথা মনে করতেই থাকবেন যতক্ষণ না মৃতু বরণ করেন ? আপনি কি এটা থেকে নিবৃত হবেন না? তখন তিনি এর জবাবে বলেন –আমি আমার দুঃখ এবং অস্থিরতা শুধু আল্লাহর সমীপে নিবেদন করছি।

এই কথাগুলো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের সবারই জীবনে কোন কোন সময় দুঃখজনক ঘটনার মর্মযাতনা সইতে হয়। আর আমরা আমাদের এই দুঃখ অন্যের সাথে শেয়ার করতে চাই। কোন বন্ধু, জ্ঞানী লোক বা আমরা বিশ্বাস করি এমন কারো সাথে এই দুঃখ ভাগ করে নিলে আমরা কিছুটা নিস্তার পাই। মাঝে মাঝে আমরা আমাদের সমস্যার কথা মাতা পিতার সাথে ভাগ করি, বা কোন কাছের বন্ধু, বা কোন ইমামের সাথে। মানুষ আমাকে ইমেইল করে তাদের সমস্যার কথা জানায়। অথবা কোন কনফারেন্সে গেলে

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

এক পাশে ডেকে নিয়ে তাদের বৈবাহিক সমস্যার কথা বলে, ভাই- বোনের দ্বন্দ্বের কথা বলে বা সন্তানদের সাথে বা পিতা- মাতার সাথে গণ্ডগোলের কথা ইত্যাদি বহু রকমের বিষয়।

এই আয়াতে ইয়াকুব আঃ এর কথার মধ্য দিয়ে একটি গভীর সত্য প্রকাশিত হয়েছে। হ্যাঁ, আমরা একে অন্যকে সান্ত্বনা দিয়ে থাকি। কিন্তু আমি কখনই আপনার ব্যথা বুঝতে সমর্থ হবো না। এবং আপনি কখনও আমার ব্যথা উপলব্ধি করতে পারবেন না। এটা কখনই ঘটবে না। আমি যে মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যাই তা শুধু আমিই জানি। আরেকটা লক্ষণীয় ব্যাপার হলো আমরা নিজেদের দুঃখকে অন্যের দুঃখের সাথে তুলনা করি। অথবা আমরা এরকম বলি- তোমার অবস্থা তো তার মত। কিন্তু প্রত্যেকটা অবস্থাই স্বতন্ত্র। প্রতিটা দুঃখ, প্রতিটা বেদনা স্বতন্ত্র। আর একমাত্র যিনি আপনার ব্যথা বুঝতে পারেন তিনি হলেন আল্লাহ। 'ইন্নামা' শব্দটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। এটা দ্বারা বুঝায় যে, আপনাকে সবার আগে বুঝতে হবে- সত্যিকার অর্থে একমাত্র যিনি আপনার অবস্থা বুঝতে পারেন, এবং আপনার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন – – যে সহানুভূতি কারো পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, এমনকি আপনার সেরা বন্ধুর পক্ষেও না – তিনি হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। আর ইয়াকুব আ বলেন – আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তা তোমরা জান না। আমি জানি যে, আল্লাহ আমাকে এমনভাবে জানেন যেভাবে তোমাদের পক্ষে জানা কোনভাবেই সম্ভব নয়। আয়াত দ্বারা এটা এবং আর কিছু বুঝায়।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

আল্লাহর উপর ভরসা করার ক্ষেত্রে এ বিষয়টা মৌলিক ভিত্তির কাজ করে। এটা জানা যে, আল্লাহ আপনাকে যেভাবে বোঝেন অন্য কেউ আপনাকে সেভাবে বুঝতে পারে না, তিনি যেভাবে আপনাকে উপলব্ধি করেন অন্য কেউ সেভাবে করে না, তিনি আপনার প্রতি যেভাবে সহানুভূতি দেখান অন্য কেউ সেভাবে দেখাতে পারে না। তাই আপনার অভিযোগ, অনুযোগগুলো সর্ব প্রথম আল্লাহর সমীপে পেশ করুন। আল্লাহর নিকট হাত তুলে বলুন- ইয়া আল্লাহ, আপনি জানেন কি অবস্থার মধ্য দিয়ে আমি যাচ্ছি।

আর কান্না করা দোষের কিছু নয়। এই বিষয়টা বলেই শেষ করব। এই বিষয়ে আগেও কথা বলেছি, কিন্তু আবার বলাটা গুরুত্বপূর্ণ। যখন কেউ কাউকে হারায় বা পরিবারের কাউকে হারায় তারা কান্না করে। তখন পরিবারের অন্য কোন সদস্য হয়তো বলে- তোমার কান্না করা ঠিক নয়, তোমার ধৈর্য ধারণ করা উচিত। অথবা এভাবে বলে- তোমার সুখী হওয়া উচিত কারণ বাচ্চা তো জান্নাতে। হ্যাঁ, এটা সত্য আমাদের খুশি হওয়া উচিত কারণ বাচ্চা জান্নাতে, কিন্তু আমরা তো মানুষ আর আমরা কাঁদি। আর দুঃখিত হওয়া দোষের কিছু নয়। যদি একজন নবী বছরের পর বছর কাঁদতে পারেন ভুলে না গিয়ে, এমনকি তার ছেলেরা পর্যন্ত তাকে বলছেন, আপনি কি এটা ভুলতে পারেন না? আর জবাবে তিনি বলেন- আমি শুধু আল্লাহর নিকট কাঁদছি। তাহলে তোমার সমস্যা কোথায়? এটা আমার এবং আল্লাহর মাঝে।

মানুষের এই চমৎকার আবেগকে আল্লাহ অস্বীকার করেন না। দুঃখিত হওয়া

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

খারাপ কিছু নয়। কান্না করা দোষের কিছু নয়। এটা আপনার জন্য প্রয়োজনীয়। আল্লাহ বলেন না যে আপনার ধৈর্য নেই। আল্লাহ রোবট সৃষ্টি করেনি, তিনি আবেগপ্রবণ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এমনকি নবীদেরও এসব আবেগ ছিল। আর কুরআনে একে বৈধতা দেয়া হয়েছে। কিভাবে আমরা একে মানুষের জন্য অস্বীকার করি? আমরা এটা করতে পারি না। এটা আমাদের জন্য আল্লাহর একটা উপহার যে আমরা আল্লাহর নিকট অভিযোগ পেশ করতে পারি।

কথা প্রসঙ্গে বলতে হয়, যখন আপনি এমন কারো সাক্ষাত লাভ করেন যে সত্যিকার অর্থে আপনাকে ভালবাসে আর আপনি মন খুলে তার সাথে কথা বলেন, আপনি তখন অটোম্যাটিক্যাললি কাঁদতে শুরু করেন। আপনি যখন আপনার চেপে রাখা কষ্টের কথা বলা শুরু করেন, আপনি আর থাকতে পারেন না কাঁদতে শুরু করেন। আর আল্লাহর নিকট এভাবে কান্না করা দোষের কিছু নয়। তাঁর নিকট আপনার অভিযোগ পেশ করা ঠিকাছে। আপনার সমস্যাগুলো তাঁকে জানানো দোষের কিছু নয়। সুবহানাল্লাহ! এটা আপনাকে এমন সান্ত্বনা দিবে যা অন্য কিছুতে পাওয়া সম্ভব নয়। সুবহানাল্লাহ! আমাদের দুঃখের সময়গুলোতে আল্লাহ আমাদের সান্ত্বনা দান করুন! এবং নিজেদের বা অন্যদের দুঃখ প্রকাশের ক্ষেত্রে যেন আমরা নির্মম না হই।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

♻

দাওয়াত না ঝগড়া

মূর্খের মত মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার একটা উদাহরণ হচ্ছে,যখন আমরা ইসলামের বিভিন্ন দল নিয়ে কথা বলি। আমরা বলি এই দল বনাম সেই দল, এই শায়খ বনাম ওই শায়খ, এই মাজহাব বনাম সেই মাজহাব।

তুমি এইটা বলছ অথচ অমুক শায়খ এর বিপরীত বলেছে, তুমি কি ঝগড়া করতে চাও? আর এরপর, এমনও মানুষ আছে, যারা মনে করে তারা ইসলাম নিয়েই কথা বলে, কিন্তু আসলে তারা শুধু অমুক কী কী ভুল করেছে সেটা নিয়েই কথা বলে। তারা নিজেদের youtube চ্যানেল, ফেসবুক পেজ, ব্লগ সবকিছুতে এরা। আসলেই অনেক কষ্ট, সময় দিয়ে করে মানুষের ভুল ধরে যায়। এদের কি আর কোনো কাজ নাই??

যাই হোক, এরা এসবই করে। তারা বলে অমুক ভিডিওর ৮৭ মিনিটে ...। ভাই, তুমি ৮৭ মিনিট ধরে ভিডিওটা শুনেছ শুধু উনি কী ভুল করে এটা বের করার জন্যে?? অবিশ্বাস্য!! এদের মনোযোগের মাত্রা দেখে আমি সত্যিই অভিভূত! এই ভাই এটা বলেছে, আস্তাগফিরুল্লাহ! এই ভাই এই সমাজের জন্যে ফিতনা। উনি আসলে মানুষকে জাহান্নামের দিকে ডেকে চলেছেন

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

এবং উম্মাহ কে উনার থেকে বাঁচানোর জন্যে এই আমার ব্লগ কি...? এইসব কথা পরিচিত মনে হয়? এদের থেকে কি মানুষ উপকার পাবে? আমি কারো নাম নিতে চাইনা এদেরকে আমি পাত্তা দেইনা, আমার সম্পর্কে বললেও না। আমি সত্যিই এদেরকে গণনায় ধরি না। আমি মাঝে মাঝে ইউটিউবে এদের কমেন্ট পড়ি, শুধুমাত্র বিনোদনের জন্যে। কিন্তু ইনি, ইনার এই ভুল আছে .. অথবা লোকে বলে উনি অমুক বিপথগামী দলের লোক, লোকে বলে উনি ভালো শায়খ নন।এই সব কথাবার্ত শুনেছেন না? .. আহ ..এইসব 'লোকে বলা' জিনিস গুলা কোথায় থেকে পায় এরা?

এটা নবী (সা:) সুন্নাহ নয়, তবে এখন 'মুসলিমদের সমাজের' একটা সুন্নাহ চালু হয়েছে। যখনি কেউ মানুষের উপকারের জন্যে কাজ করবে আপনাকে তার ভুল বের করতেই হবে। এবং আমি গ্যারান্টির সাথে বলছি, আমি অথবা যে কেউ যে কখনও মাইকে কথা বলেছে আপনি কোথাও না কোথাও তার ভুল খুজেঁ পাবেনই। কারণ আমরা মানুষ। তাই যদি আপনি ভুল খুজেঁ বের করতে চান- আমি গ্যারান্টির সাথে বলতে পারি- আপনি কোথাও না কোথাও ভুল খুজেঁ পাবেনই। মানুষ মাত্রই ভুল করে আর আপনি যদি কারো ভুল খুজেঁ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করে থাকেন – মানুষ ভুল করবেই এটাই স্বাভাবিক- আপনি কিছুই অর্জন করতে পারেননি। আপনি কোনো 'আমর বিল মারুফ' আর 'নাহি আ'নিল মুনকার' করেননি। কী সমস্যা এদের? এটা 'আমর বিল ..' কিছুই না, এর মানে হলো আপনার হাতে সময় আছে নষ্ট করার মত। এবং আপনি এই সময়ে ভালো কিছুই করতে জানেন না। তাই এর বদলে আপনি অন্যের ভুল নিয়ে গবেষণা করছেন। বলছি এর বদলে

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

যান না, আপনার মাকে সাহায্য করেন, রান্না করেন, নিজের বাসা পরিষ্কার করেন। নিজের মোজা শুকে দেখেছেন কখনো? ওগুলো ধুয়ে ফেলেন। এসব ভুল ধরা বাদ দিয়ে নিজের জীবনে অর্থবহ কিছু করেন। এসব করে আপনি কারো জন্যই কিছু করছেন না । এটা হলো মূর্খদের প্রথম ধরনের কথোপকথন। আর এসব করে মুসলিমরা তাদের সব শক্তি ব্যয় করে ফেলে,সব শক্তি অপচয় করে। এই মতামত বনাম সেই মতামত, সেই মতামত বনাম এই মতামত, অনেক হয়েছে .. যথেষ্ঠ..।

এখন দ্বিতীয় বিষয়, যে ধরনের বিষাক্ত...,-আমি মোটেও গম্ভীর আলোচনা বলতে চাই না এগুলোকে- ইসলামের নামে বিষাক্ত কথাবার্ত, এগুলো হল,যখন আমরা নিজেরাই একজন আরেকজন কে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাই। এরা আল্লাহর চেয়েও বেশি বিচার করতে চায়। এরা মানুষকে মুখের কথা দিয়েই জাহান্নামের আগুনে পাঠিয়ে দিতে চায়। এটা হারাম, ওটা হারাম, ফকিহরা এবিষয়ে কে কি বলেছে তার কোনো ধারণাই নাই। কিন্তু সে মনে করে এটা হারাম, তাই সে দুনিয়ায় তার ফতোয়া জারি করতে চায়। কি যোগ্যতা আছে তোমার ভাই? কোথা থেকে এসব পেয়েছ তুমি?

আমি একটা মজার ঘটনা বলি, আমার বন্ধু শেখ আব্দুল নাসের কেউ কেউ তাকে চিনে থাকবেন তো, সে আর আমি বাইরে রাতের খাবার জন্যে বসে ছিলাম।আমাদের পাশেই আরেক টেবিলে আরো দুইজন বসেছে। এক জনের ছোট খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি আছে, খুবই ছোট দাঁড়ি আর তার পাশের জনের লম্বা দাঁড়ি। তো লম্বা দাঁড়ি ওলা লোকটা, ছোট দাঁড়ি ওলা কে বলছে-

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

দেখো ভাই, তোমার চেহারা...হারাম, তোমার.. (ইশারায় .. লম্বা দাড়ি রাখা উচিত)। সে রেস্টুরেন্ট এ খেতে বসে, অন্য মানুষের সামনে তার বন্ধুকে অপমান করছে। আপনারা জানেন, যখন ফিকহের কোনো বিষয় আসে, আমি মুখ বন্ধ রাখি কারণ আমি ফকিহ নই, আমি আলেমও না। কিন্তু শায়খ আব্দুল নাসের একজন ফকিহ, আর উনি বসে বসে ওই দুইজনের কথা শুনছিলেন। আর আরেকটা কথা, ওই দুইজনের বয়সই ২০ এর কাছাকাছি। এটা হারাম, আর হাদিসে আছে, তোমার লম্বা দাঁড়ি রাখতেই হবে, এটা আবশ্যিক। এই সেই শায়খ আব্দুল নাসের ওহ ..মাঝে মাঝে এই মানুষ টা ... সে কেবল মাত্র তার কাবাব মুখে দিতে যাবে। উনি খাবারটা প্লেটে রাখলেন, তারপর ওই ছেলে কে, ভাই ..এই হাদিস তা কোথায় যেন আছে? আম আম .. মনে হয় বুখারীতে ....কোন অধ্যায়ে? এটার রাবী কে? এটা কে বর্ণনা করেছে? এটা কে কাকে বর্ণনা করেছে? সাহাবারা এটাকে কিভাবে মেনে চলেছেন? তাবেইনরা এই হাদিসটাকে কিভাবে বুঝেছেন? ইমাম বুখারী নিজে এটা নিয়ে কী বলেছেন? এই হাদিসে ব্যাখ্যায় ফাতহুল বারীতে কী বলা আছে? মালিকি মাজহাবে এটা নিয়ে কী বলা হয়েছে? শাফেয়ী ইমামরা কী বলেছেন? সে বলে উঠলো আপনি আমাকে অপমান করছেন, অনুগ্রহ করে অপমান করবেন না। শায়খ বলল হ্যা আমি অপমান করছি কারণ একটু আগে তুমি ওকে অপমানিত করছিলে। তোমার এই বিষয়ে ধারণা নাই, তুমি কিছু পড়ে কোনো একটা বিষয় কে হারাম বা হালাল কর, তোমার এই বিষয়ে রায় দেয়ার কোনো অধিকার নাই। একটা বিষয়কে হারাম বলার আগে, সেটা নিয়ে সাবধান হওয়া উঠিত, আল্লাহ এটাকে হারাম করেছেন..(এটা বলার আগে)খুবই সতর্ক থাকা উচিত। এমন বলা কোনো তুচ্ছ বাপার না। এটা আল্লাহর ‘হুদুদ’ .... এটা আল্লাহর ‘হুদুদ’ ..

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

তুমি সামনে যা পাও তাকেই ‘হারাম’ ‘হারাম’ বলতে পারোনা। এরকম বলার কোনো সুযোগই নাই তোমার। এবং এটা তুমি নির্ধারণ করনা কে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে? কে সোজা পথে চলছে, কে ভুল পথে চলছে?

কুরআনের যে আয়াতটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব, সেই আয়াতের শেষে বলা আছে

”ইন্না রব্বাকা হুয়া আলাম, বি মান দল্লা আন সাবিলিহ (৬৮:৭)

তোমার রব, তিনি জানেন, কে পথভ্রষ্ট’

’ তুমি না ..তোমার এটা নিয়ে চিন্তা করার কথা না, কিন্তু আমরা একজন আরেকজনকে খুব তাড়াতাড়ি বিচার করতে পছন্দ করি। আর এটাতে আমরা এতই পারদর্শী যে কেউ মসজিদে ঢোকার সাথে সাথে আমরা তাকে নিয়ে কথা বলতে শুরু করে দেই, তার দিকে তাকিয়েই .. আহ..ছোট দাঁড়ি ..(হুহ ...)..আমরা হা করে তাকিয়ে তার প্যান্ট-এর দৈর্ঘ দেখি,(আহ হুহ) .... এত দ্রুত .. আমরা দেখেই তাকে ‘নার’(জাহান্নাম)এ পাঠিয়ে দিলাম। এটা একটা জঘন্য কাজ, খুবই জঘন্য জঘন্য কাজ ইসলামের মাধ্যমে আরেকজনকে বিচার করা । এসব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহই বিচারের ক্ষমতা রাখেন। এটা আমাদের কাজ না। এটা আমাদের স্থান না

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

শয়তানের পথভ্রষ্টতার পলিসি এবং আমরা

শয়তান বলল(আল্লাহর উপর অভিযোগ দিয়ে)যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন, একারণে আমি অবশ্যই, অবশ্যই, অবশ্যই তাদের(পথভ্রষ্ট করার)জন্য আপনার সরল পথে বসে থাকব”...

এখানে শয়তান এরাবিক যে শব্দ ব্যবহার করেছে -তা খুবই গভীর, তা কোন সাধারণ শব্দ নয়। এই একটি শব্দ ভালো করে উপলব্ধি করতে পারলে আমরা শয়তানের পথভ্রষ্টতার পলিসি ধরতে পারব...এবং আমরা এ থেকে বেঁচে থাকব কি না সেটা আমাদের ইচ্ছা আর আল্লাহর রহমতের উপর নির্ভর করবে। আরবীতে জুলুস অর্থ বসে থাকা, কিন্তু কুয়ুদ অর্থ শুধু বসে থাকা নয়, বরং দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা, চিন্তাশিলতা নিয়ে বসে থাকা(সূরা আলে ইমরান-১৯১ দেখুন)। এখানে শয়তান শিকার ধরার জন্য বিস্তারিত ও বড়সড় পরিকল্পনা নিয়ে বসে থাকে...কিভাবে? আসুন তবে বসে থাকা(কুয়ুদ) এর একটি উদাহরণ দেখি...

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

একটি বক কিভাবে মাছ ধরার জন্য বসে থাকে(কুয়ুদ)? –

সে দেখে তাঁর শিকারের সময় ছায়া পড়বে কি না...যাতে মাছ টের পায়,

সে দেখে কখন তীব্র রোধ উঠবে ও মাছ উপরে উঠে আসবে,

সে চিন্তা করে এই খাবার এখন না পেলে সে অভূক্ত থাকবে, কষ্টে থাকবে,

সে চিন্তা করে কোন এংগেলে গেলে মাছ তাকে দেখবে না,

মাছ কোন দিকে মাথা দিয়ে রাখবে এবং সেখানে থাবা দিবে যাতে শক্তি করতে না পারে,

—এভাবে বহু চিন্তার পর সে মাছ শিকার

করে। এটা কি শুধু বসে থাকলে হবে? ...না, কক্ষনই না...বরং দীর্ঘক্ষণ বসে, চিন্তা করে, পরিকল্পনা করে, এর পরেই না তার কাজ সমাধা করতে হয়। তাহলে চিন্তা করুন কত দীর্ঘ সময় তাকে বসে থাকতে হয় একটি শিকার ধরার জন্য।

যারা ক্রিমিনলজি পড়েছেন তারা হয়ত জানেন একটি ক্রিমিনালকে ধরতে বা কোন অপারেশন চালাতে কত প্রস্তুতি নিতে হয়, কত মাস, কত দিন ধরে সময় নিয়ে অবস্থান ঠিক করে, লোকজন ঠিক করে, অপরাধীর অবস্থান ভাল মত পর্যবেক্ষণ করে, কোথায়, কিভাবে, কোন পদ্ধতিতে, কত সময় ধরে, কোন অস্ত্র দিয়ে তাকে ঘায়েল করবে-সবই পূর্ব পরিকল্পিত হয়। এটাই শিকার ধরার জন্য বসে থাকা...এটাই শয়তানের বসে থাকার উদাহরণ যা শয়তান নিজেই দুইবার কসম করেও আবার সৎ বান্দাদের কথা উল্লেখ করেছে যে সে ‘সরল পথে বসে থাকবে, ওঁত পেতে থাকবে, কতশত সময়

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

লাগুক, এক মাস লাগুক, পাচ মাস লাগুক, সারা দিন-রাত লাগুক, যতই কষ্ট হোক বসে থাকতে, তাও সে থাকবে ঐভাবে, তবুও পথভ্রষ্ট করেই ছাড়ব আদম সন্তানদেরকে'- এটাই শয়তানের বসে থাকা-কুয়ুদ।

—এখন উদাহরণটি ভালো করে বুঝুন ফেইসবুকের বা অনলাইনের বাস্তব উদাহরণ দিয়ে...

আপনার বিপরীতধর্ম ছেলে বা মেয়েকে ফেইসবুকে ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট দিলেন আর এক্সেপ্ট করলেন বা হল, ভাবলেন আর তেমন ক্ষতি কি? ...ফ্রেন্ড ই তো জাস্ট, তাও আবার অনলাইনে, পরিচিত তো আর নাহহ। এরপর লাইক,একটা কমেন্ট...একটা কমেন্ট ই তো, তাই না, তেমন কিছু নাহহ, এরপর প্রশংসার ইচ্ছা হল, যদি ঐ ছেলে বা মেয়ের নজরে আসা যায়-প্রশংসা কে না চায়?!, প্রশংসা করতে লাগলেন, আপনাকেও ধন্যবাদ দিতে লাগল, এর কিছু দিন পর মেনশন করে প্রশংসা বা কমেন্ট করতে লাগলেন, আরো ফ্রি হলেন দিন দিন, ধীরে ধীরে একটু অনলাইনে পরিচিত হলেন বাক্য বিনিময়ের মাধ্যমে— এত প্রশংসা করল আমার অথচ একটু পরিচয় ই তো জানতে চেয়েছে...না দিলে কি মনে করবে আবার, লজ্জার বিষয় আছে না?, এর পর ধীরে ধীরে কিছু ব্যক্তিগত জিনিসও শেয়ার হয় ফেইসবুকে, কিছুটা ফান হতে লাগল...আরে নাহহহহহ, ফান কি ইসলামে হারাম নাকি?! এরপর ফিল করতে লাগলেন তাকে, চিন্তা করেন তাকে নিয়ে, ফেইসবুকে বারবার তার ওয়াল ঘুরে আসেন-কখন সে স্ট্যাটাস দিবে, লাইক দিয়ে প্রশংসা করব, সেও মেনশন করে ধন্যবাদ দিবে- ভালো লাগার তীব্র অনুভূতি জেগে উঠতে লাগল, এভাবে হয়ত কোন দিন তাকে ভাল ফ্রেন্ড (ইসলামী!)বলে উল্লেখ করে স্ট্যাটাসাও দিতে পারেন- এরা অনেককক ভালো লেখে...চলতে

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

থাকল...এভাবে চলতেই থাকল...শয়তান আপনার জ্ঞানহীন ইসলাম দিয়েই আপনাকে ধ্বংসের প্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে...

–এখন এই ধীর প্রক্রিয়ার সাথে শয়তানের বসে থাকার উদাহরণ দেখুন মিলিয়ে...কত দীর্ঘ সময় নিয়ে শয়তান কাজ করে, কিভাবে, কত পন্থায়, কোন সময়, কোন সাইকোলজি ব্যবহার করে আজ ফেইসবুক বা অনলাইন বা অফলাইনে শয়তান সফল হচ্ছে–এভাবে ধীরে ধীরে আপনিও শয়তানের বসে থাকার শিকারে সাইকো হচ্ছেন, এখন যেই ইসলামের কথা ভেবে একজন ছেলে/মেয়েকে ফ্রেন্ড করেছিলেন "জাস্ট ফ্রেন্ড ই তো"- এই কথা ভেবে, এই যৌক্তিকতা দেখিয়ে,শয়তানের বসার জায়গাগে ধীরে ধীরে শিকার বাঘে আনিয়ে দিয়ে দিলেন। এখন আর ইসলামী স্ট্যাটাসে মন নেই, মন এখন শুধু প্রশংসা, মেনশন, ফান, বা দুংখ-সুখের কাহিনী...সালাতে এখন আর আল্লাহকে সামনে থাকলেও মনে হয় না, মনের কোনে সালাতেও আল্লাহর পরিবর্তে ফেইসবুকে বা ক্লাসের সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তিটির কথা মনে হতে থাকে, দুজনের নিয়ত কলুষিত হয়, রিয়ার প্রকাশ ঘটতে থাকে ইসলামী স্ট্যাটাসের আরালে, স্ট্যাটাসে ভিন্ন লিংগের লোকের সমাগম বাড়তে থাকে, তাদের ইসলামী স্ট্যাটাসও বাড়তে থাকে, অনেক সময় ট্যাগ করেই বাড়তে থাকে এ গতি, অনলাইনে ইসলামী স্কলারদের শত শত দলীলভিত্তিক সাইট থাকতেও আপনার কাছে মেসেজ করে ইসলামী সাজেশনের জন্য আর আপনিও ভাবেন বাহহহহ ছেলে/মেয়েটা তো ইসলাম নিয়ে দারুন পড়াশুনা করে...চলতে থাকল মেসেজে...এভাবে শয়তান তার বসে থাকাকেও সফল করে ফেলে এতদিনের পরিকল্পনাকে...ফলে ইসলামী জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার ভিক্ষারীরা আজ ধ্বংসের পথে, তাদের আল্লাহর সাথে সম্পর্কের পরিবর্তে

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

রয়েছে শয়তানের পরিকল্পনার বাস্তবায়নের মুখোমুখী...অথৎ তারা চলছেই এ পথে...এখানেই ইসলামী জ্ঞানের চরম ঘাটতি, আল্লাহর সাথে সম্পর্কেও ঘাটতি তৈরি হয়েছে ইসলামী জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা না থাকার অভাবে, ইসলাম নিয়ে বেশি পড়াশুনার অভাবে।

শয়তান আমাদের কিভাবে পথভ্রষ্ট করবে তা নিয়ে তার পড়ালেখা পিএইডি লেভেলের আর আমরা শয়তানের ধোঁকা থেকে কিভাবে বাঁচব তা নিয়ে আমাদের পড়াশুনা প্রাইমারি লেভেলের। তো কিভাবে আমরা আশা করি আমরা শয়তানের সাথে পেড়ে উঠব?। ইসলামী একটা স্ট্যাটাস বা নোট একটু বড় হলেই আমরা এড়িয়ে যাই, আর্টিকেল বড় বলে আর ঠো মারি না, ইসলামী বই এর কথা আর নাই বলি।

আমাদের ইসলাম নিয়ে পড়াশুনা করাটা চড়ম ঘাটতির মধ্যেই রয়েছে। আমি যখন দেখি একজন ইসলামী ভাই বা বোন পথভ্রষ্ট হচ্ছে-তখন আর অবাক হই না। আমাদের অনার্স পর্যন্ত হয়ত ১৫০ টা বড় বড় বই পড়ি অথচ আখিরাতের জীবনের জন্য, অনন্তকালের সুখের জন্য বই পড়তে অনীহা লাগে...তো শয়তানের পথভ্রষ্টতার পিএইচডি লেভেলের জ্ঞানের সাথে ইসলাম নিয়ে আপনার সর্বনিম্ন পড়াশুনা দিয়ে কিভাবে ইসলামে টিকে থাকতে চান? ঝড়ের সাথে বালির ঘর দিয়ে কিভাবে টিকে থাকতে চান? বড় নোট দেখলেই পলায়ন করেন, তো কিভাবে শয়তানের মোকাবেলা করবেন? ৪ ঘন্টার লেকচার দেখতে বললে- বড় করে ‘হা’ করে বলেন...কয়য়য়য়য়য়য় ঘন্টার লেকচার????...আমার অত ধৈর্য নেই। আপনার ধৈর্য না থাকলেও শয়তানের ঠিকই ধৈর্য আছে আপনাকে পথভ্রষ্ট করে জাহান্নামের গভীরের প্রবেশ করাতে...ধৈর্যের ফল আপনি নিতে না চাইলেও শয়তান ঠিকই

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

আপনাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে এর ফল নিবে।

আপনি হিজাবের আধুনিক ডাইমেনশন জানেন না(ফেইবুক ও ক্লাসে), রিয়া(লোক দেখানো ইবাদাহ)কিভাবে হয় জানেন না, ইসলামী স্কলাদের হাজার হাজার রিসোর্স থাকতেও যখন আপনি বিপরীতধর্ম ী একজন ছেলে/মেয়ের কাছে ইসলামের সাজেশন চান-এবং আপনি প্রটেকটিভ পদ্ধতি না নিয়ে বরং মেসেজ চালিয়েও যান, কিভাবে ও কতভাবে শয়তান পথভ্রষ্ট করে তা জানেন না, তা নিয়ে স্কলারদের লেখা বই পড়েন না, অথচ শয়তান থেকে বেঁচে থাকার ইচ্ছা করেন...যেন পা ভেংগে গেলেও ডাক্তারের কাছে না গিয়েও সুস্থ হওয়ার প্রবল ইচ্ছা পোষণ করেন!!!

শয়তান ভালো করেই জানে আপনাকে একবারে টুপে ফেলতে পারবে না...তাই সে ধীরে ধীরে ধৈর্য এবং বুদ্ধিমত্তার সাথেই আপনাকে এমনভাবে পথভ্রষ্টের দিকে নিয়ে যাবে যে তখন আপনি শয়তানের সাপোর্ট দিতে থাকবেন...আপনি তখন বাহানা দিতে থাকবেন- আরেহহহ মেয়েটা তো ইসলামিক মাইন্ডের, অনেক ভালো লেখে। ঐ ছেলেটা তো ইসলাম নিয়ে অনেক ভালো লেখে...শয়তান আপনাকে এই টোপ-ই কাজে লাগাবে...আপনার বুদ্ধিহীন ইসলামী জ্ঞান দিয়েই আপনার ইসলামকে ধংস করে দিবে শয়তান...কারণ আপনার ইসলাম নিয়ে জ্ঞান আছে কম কিন্তু শয়তানের রয়েছে অনেক বেশি...তাই শয়তান জানে কোন পদ্ধতিতে গেলে আপনাকে পথভ্রষ্ট করা যাবে। শয়তান খুজে আপনার ইসলামী জ্ঞানের নগন্যতা, আপনার জ্ঞানহীন ইসলামের সুযোগ সে নেয়...এবং এই জ্ঞানহীন দিক দিয়েই আপনাকে এমনভাবে এটাক করে যে আপনি ধরতেও পারেন

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

না...এটা অনৈসলামিক, শয়তান আপনাকে পথভ্রষ্ট করতেছে...কারণ আপনার জ্ঞান কম ইসলাম নিয়ে এবং দ্বিতীয় হল এটা সে এমন ধীরে ধীরে করেছে(কুয়ুদ)যে আপনি টেরই পান নি(ইসলাম নিয়ে আপনার জ্ঞানের ঘাটতির কারণে)

আমাদের ইসলামী জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে অনেক বেশি, আমালেরও ঘাটতি রয়েছে। অনেকের আবার ইসলামী জ্ঞান প্রচূর কিন্তু আমল নেই, অনেকের আবার উল্টো...ইসলামী জ্ঞান কম কিন্তু আমল ভাল...অনেকের আধ্যাতিক জ্ঞান বেশি অন্যদিকে বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান কম, বা উল্টোটাও হয়—এসব ধরণের লোকেরাই শয়তানের বসে থাকার রাস্তায় চলছে...আমাদের আধ্যাতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের সমন্বয় করতে হবে, জ্ঞান ও আমাল সমভাবে চালাতে হবে—তবেই শয়তানকে পরাজিত করতে পারব, তার পথভ্রষ্ট করার পরিকল্পনা ধরতে পারো জ্ঞানের মাধ্যমে এবং আধ্যাতিকতার মাধ্যমে তাকে ছাড়িয়ে আল্লাহর অধিক নিকটে যেতে পারব...শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকতে পারব...আমাদের আদি-নিবাস সেই জান্নাত-ই হবে আমাদের বাসস্থান।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

চিন্তাশীল হওয়ার গুরুত্ব

যখন কোন কম বয়সী কেউ আমাকে এসে প্রশ্ন করে, এমনকি পূর্ণ বয়স্ক কেউ, আমি আমার সহকর্মীদের কীভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝাবো যে আমি রোযা রেখেছি? কীভাবে ওদের বোঝাবো? যেহেতু ওরা মুসলিম নয়, ওরা ভাবে এটা অদ্ভুত। আপনি কি আমাকে এর একটা সুন্দর উত্তর দিতে পারেন যাতে আমি আমার সহকর্মীদের বোঝাতে পারি? অথবা আমি কীভাবে ওদেরকে বোঝাবো যে, আমি অযু করছি? আমি বাথরুমে ঢুকে অযু করছি, আমি অফিসে ছিলাম বা আমি ক্যাম্পাসে ছিলাম, আমি ওদের কে কীভাবে বোঝাবো? ওরা আমাকে অযু করতে দেখেছে এবং ওদের মনে হয়েছে ব্যাপারটা অদ্ভুত- আপনি কি আমাকে এর একটা ভালো জবাব দিতে পারেন যাতে আমি ওদের বলতে পারি, আর বিব্রত না হই? অথবা ওরা যখন দেখে যে আমি নামায পড়ছি, ওরা জিজ্ঞেস করে এটা আবার কী ধরণের শারীরিক ব্যায়াম? এটা কী ধরণের যোগব্যায়াম আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবে? ওদেরকে আমি কী বলবো? আমরা ওদের কী উত্তর দিতে পারি?

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

এ ধরণের প্রচুর প্রশ্ন আছে, আপনি হয়তো এর উত্তর খুজঁছেন,

যাতে অন্যদের বোঝাতে সাহায্য করতে পারেন, এবং এই প্রশ্ন আপনি করছেন ভালো উদ্দেশ্যে। আমাদের দ্বীন আসলে এমন যে...ও... এই তালিকায় আমার আরেকটু যোগ করার আছে, আমার সব বন্ধুরা যাচ্ছে হ্যালোইন পার্টিতে, অথবা আমার সব সহকর্ম রীযাচ্ছে খ্রিস্টমাস পার্টিতে – আমি কীভাবে ওদের বলবো আমি যেতে পারছি না? কীভাবে আমি ব্যাখ্যা করবো যে আমি এসব কিছুতে যোগ দেই না? আপনি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুজঁছেন, কিন্তু এই প্রশ্নগুলো আমাকে কী বলছে জানেন? এ প্রশ্নগুলো বলছে যে আমরা কীভাবে ভাবতে হয়,

কীভাবে চিন্তা করতে হয় তা শিখিনি, এই বই (কুরআন)-এর আলোকে তো নয়ই।

দেখুন, আপনি যদি জানতেন কীভাবে চিন্তা করতে হয়, যখন কেউ আপনাকে বলে যে চলো হেলোইন পার্টিতে যাই, আপনি উল্টো ঘুরে তাঁকে প্রশ্ন করতেন, হ্যালোইন কী? তুমি এটা কেন উদযাপন ? আমি কেন যাচ্ছি না এই প্রশ্নের আগে তুমি আমাকে বলো তুমি কেনো ক্লিওপেট্রার মতো সেজে, বা বার্নি হয়ে অপরিচিতদের দরজায় দরজায় খাবার চাইতে যাচ্ছ? আমরা এই অতি যৌক্তিক(!) কাজটা করতে যাবার আগে তুমি আমাকে বলো তুমি কেন এটা কর? এরপর আমি বলছি আমি কেন এটা করি না।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

অন্যভাবে বলতে গেলে, যেসব মানুষ এসব আজগুবি কান্ড করছে তারা আমাদের জিজ্ঞেস করছে কেন আমরা ওসব অদ্ভুত কাজ করছি না, কেন ওসবে অংশ নিচ্ছি না, আর আমরা মনে করছি আমাদেরকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে আমরা কেনো ওসব করছি না! এর কারণ হচ্ছে, আমাদের চিন্তা-ভাবনাটা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়, আমাদের বুঝতে হবে, আমাদের দেখতে হবে কোনটা মিথ্যা, কোনটা আজগুবি এবং আমাদের আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে এবং ভাবনার স্পষ্টতা থাকতে হবে যাতে আমরা বলতে পারি, শোন, এখানে সমস্যাটা আমার নয়, আমি আসলে আমার জীবনকে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর দিকে ফিরিয়ে নিচ্ছি, আল্লাহ্‌র অশেষ অনুগ্রহে আমি অন্তত এটা জানি আলহামদুলিল্লাহ্‌ যে আমার জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে যা বানর কিংবা অন্যকিছু সেজে ক্যান্ডি সংগ্রহ করার চেয়ে অথবা যীশুর জন্য উৎসব করতে গিয়ে মাতাল হবার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যীশুকে স্মরণ করার কী এক মহৎ(!) উপায়! পার্টিতে গিয়ে মাতাল হও! পরিবারের লোকজনদের গালাগালি কর! আর দোষ করছি আমরা?! আমাদেরকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে আমাদের নিজেদের!? আপনার মনে হচ্ছে আপনাকে ব্যাখ্যা করতে হবে নিজেকে?! আপনার সহকর্মীদের প্রতি আপনাকে অসৌজন্যমুলক আচরণ করতে হবে না কিন্তু আপনার অন্তত চিন্তা ভাবনাটা স্পষ্ট হতে হবে। এবং এটা অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে এখন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

কারণ, যদিও সুবহানআল্লাহ সুবহানআল্লাহ যেহেতু আমি বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করি এটা আমার কাছে অনেক বেশি প্রকট হয়ে দেখা দেয় আপনি মুসলিম

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

প্রধান দেশেই যদি যান যেখানে স্কুলে ইসলাম শিক্ষা দেয়া হয়, ছেলেমেয়েরা কুরআন তেলাওয়াত করতে শিখছে, যেখানে মসজিদগুলো ভরপুর এমন সব জায়গাতেও কম বয়সীরা প্রশ্ন করে, আমরা কীভাবে এতো নিশ্চিতভাবে বলতে পারি ইসলামই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম? আমি এই ভিডিও দেখছিলাম এবং আমার কিছু প্রশ্ন আছে আমি ঠিক জানি না কীভাবে জবাব দেবো। কেউ কেউ বলছে যে কুরআনে মতদ্বৈততা আছে, কেউ কেউ বলছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম আসলে নবী ছিলেন না এবং ওরা এই এই বলছে। আমি ঠিক জানি না ওদের প্রশ্নের কী উত্তর দেবো...তবে আমি দোয়া করতে জানি, আমি মুখস্ত করেছি। আমি নামাজ কীভাবে পড়তে হয় জানি, আমি খুব সুন্দরভাবে অযু করতে জানি কিন্তু আমি আমার ধর্মকে কীভাবে Defend (প্রতিরক্ষা) করতে হয় জানি না। এখন যখন কিছু ইউটিউব ভিডিও-র প্রসঙ্গ আসে- এটা একটা সমস্যা। আমরা জ্ঞান-কে গুরুত্ব দিচ্ছি কিন্তু আমরা চিন্তা করাটাকে গুরুত্ব দিচ্ছি না। যে কেউ যে কোন ধরণের সমালোচনা করতে পারে, একটা ইউটিউব ভিডিও পোস্ট করতে পারে, ব্লগে লিখতে পারে, অথবা অনলাইন-এ লিখতে পারে আর আমাদের তরুণরা এমনকি পুর্ণবয়স্করা ওসব পড়ে এবং এতো অল্পতেই ওনারা ধরাশায়ী হয়ে যান, এইটুকুতেই। তারা কিছু শোনে অথবা পড়ে, আর বাস্তবতা হচ্ছে ওনারা এসব শুনবেনই, ওনারা এসব দেখবেনই- আপনি এটা বন্ধ করতে পারবেন না।

ওনারা এই দ্বীনের প্রতি অনেক আক্রমণ দেখেবন, এটা হবেই- এটা আগের যেকোন সময় থেকে বেশি হবে। এটা প্রতিনিয়তই ঘটতে থাকবে, এবং

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

ইসলামের শিক্ষা প্রচার করার চেষ্টার চাইতে ইসলামের প্রতি আক্রমণ অনেক বেশি, অনেক অনেক বেশি। তাই আমরা নিজেরা যদি না বুঝি কীভাবে চিন্তা করতে হয় আর জবাব দিতে হয়, তাহলে বাহ্যিক ভাবে, বহিরাঙ্গে আমাদেরকে দেখে মনে হবে আমরা মুসলিম, আমরা প্রার্থনা করছি এবং আমাদের মসজিদগুলো ভরা কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমাদের অন্তর ও মনন ক্রমাগত শূন্য হয়ে যাচ্ছে, দ্বীন নিয়ে আমাদের স্পষ্টতা কমে যাচ্ছে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটা ভীষণরকম প্রয়োজনীয় ব্যাপার।

অনেক মুসলিম সমাজে যা হয় ইন শা আল্লাহু তায়া'লা এই রীতি বদলে যাচ্ছে। কিন্তু এটা প্রায় দশক ধরে হয়ে আসছে যে এখানে আসলে দুই ধরনের মুসলিম আছে অনেক মুসলিম সমাজে- একটা গ্রুপ মুসলিম হচ্ছে পুরো পাড়া, গ্রাম, পরিবারের সবাই একমত হয় যে আমরা আমাদের দ্বীনকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করবো, আমাদের সন্তানদের কুরআন শিখতে পাঠাবো, এরপর ওদেরকে উলামা বানাবো, তারা ফিরে আসবে তারা তারাবীহ পড়বে, মসজিদে দারস দিবে, আমরা ধর্মীয় শিক্ষাটা ধরে রাখবো এবং যতটা সম্ভব এই শিক্ষার আলোকে জীবন যাপন করবো। মুসলিম দেশে, মুসলিম সমাজে এরকম মানুষ আছে।

অন্যদিকে, আরেকটা গ্রুপ যারা এদের দেখে বলে- এরা ধর্ম নিয়ে এতো বেশি ব্যস্ত যে পৃথিবীর বাস্তবতায় কী হচ্ছে তাই জানে না, তাদের কোন স্নাতক ডিগ্রিও নেই, তারা দর্শনশাস্ত্রের ১, ২ও জানে না; তারা কিছুই জানে না। তারা জানে না রিচার্ড ডকিংস কী বলতে চাইছেন, অথবা আধুনিক

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

সমালোচনা কী, বা সন্দেহবাদ কী, তারা জানে না বৈজ্ঞানিক মতবাদ কী- তারা কিছুই জানে না। কিন্তু আমরা একটু ধর্ম য়ীজ্ঞান রাখবো কারণ আমার বাবা-মা চান আমি এসব শিখি, এবং তারা চান আমি এসব প্রার্থনা-টার্থনা করি কিন্তু আমি কলেজে যাবো, সত্যিকার শিক্ষা অর্জন করবো এবং ঐসব গোঁড়া ধার্মিক থেকে একদম দূরে থাকবো। এবং এটাও মুসলিম বিশ্বেই ঘটছে। এরকম পুরো জনগোষ্ঠীই আছে যারা দাঁড়িসহ কাউকে দেখলে অথবা হিজাব পরিহিত কাউকে দেখলে অন্যদিক দিকে হাঁটে আর ভাবে ওসব মানুষ উম্মাদ।

ওরা ...আমি জানি না, ওরা কী চিন্তা করে, ওরা ভিন্ন এক সময়ে বাস করছে, ওরা অন্য শতাব্দীতে বাস করছে। যদি কাউকে দেখে সামান্যতম ধার্মিকও মনে হয়, যারা তাদের ধর্ম মেনে চলার চেষ্টা করছে পুরোদমে। সবশেষে ওরা যা ভাবে তা হল, এ মানুষগুলো ক্ষ্যাত, এরা নিজেদের নিয়ে ভাবতেই জানে না, ওরা কী প্রাচীনপন্থী! আর এ জনগোষ্ঠী বাড়ছে। এ ধরণের চিন্তা-ভাবনার মানুষের সংখ্যা বাড়ছে এবং এরাও মুসলমান! সুবহানআল্লাহ!

আর এটিই একমাত্র দ্বীন যা মার্ক্সের বক্তব্যের একমাত্র ব্যতিক্রম, জার্মানা বক্তব্য যা অনুবাদ করলে মানে দাঁড়ায় – “ধর্ম হচ্ছে মানুষের জন্য আফিম,। ধর্ম হচ্ছে একটা মাদকের মতো যা মানুষকে নিজের জন্য স্পষ্টভাবে চিন্তা করতে বাধা দেয়”। এটা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য চার্চের একটা মাধ্যম মাত্র। এটা চার্চের ক্ষেত্রে সত্যি। তারা বাইবেল পাঠ করা সব খ্রিষ্টানদের জন্য নিষিদ্ধ করেছিল। যখন রোমান সাম্রাজ্য খ্রিস্টানিটি বা বহু ঈশ্বরবাদকে

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

তাদের সরকারী ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করলো, তখন তারা সাধারণ খ্রিষ্টানদের জন্য বাইবেল পাঠ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো। তখন কেউ এর একটা কপিও পেতে পারতো না। পোপ অন্যের জন্য অনুবাদ করে দিতো। তুমি চিন্তা করতে পারবে না, প্রশ্ন করতে পারবে না। সংক্ষেপে শেষ করছি, এই যে ধারণাটা যে 'ধর্ম মানুষকে পরিষ্কার ভাবে ভাবতে বাধা দেয়', কোন বই, কোন পবিত্র কালাম নেই যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লে দেখবেন যে এতে বারবার অনুযোগ করা হয়েছে এই নিয়ে যে, মানুষ চিন্তা করে না। আফালা তা'ক্বীলুন(তোমরা কি চিন্তা করবে না?)

লা'আল্লাকুম তা'ক্বীলুন(যেন তোমরা চিন্তা-গবেষণা কর), ফাহুম লা ইয়াক্বীলুন (তারা চিন্তা-গবেষণা করে না) – এটা শুধু জ্ঞান অর্জনের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেনি, এটা বারবার গুরুত্ব দিয়েছে চিন্তা করার ব্যাপারে, বলেছে চিন্তা করতে।

"আচ্ছা, তাদের বাপ-দাদারা যদি একটুও বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ না করে থেকে থাকে এবং সত্য-সঠিক পথের সন্ধান না পেয়ে থাকে তাহলেও কি তারা তাদের অনুসরণ করে যেতে থাকবে?" (সুরা বাকারাঃ ১৭০)

তাদের পূর্বপুরুষ তারা নিজেরা চিন্তা করে না, তারা কোন সাহায্যও পায় না। এটাই একমাত্র ধর্ম যা মানুষকে ভাবতে বলেছে আর দুঃখজনক ব্যাপার

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

হচ্ছে আমরা ধরে নেই যে আমরা যদি ধর্ম সম্পর্কে একটু জানি, এটুকু জানি যে কীভাবে প্রার্থনা করতে হয়, যদি জানি কীভাবে যিকির-আজকার করতে হয়, এই দ্বীন নিয়ে আর বেশি কিছু জানতে হবে না, কিন্তু শধু এতোটুকু আপনাকে চিন্তা করতে দেবে না। ওয়াল্লাহি, এই দ্বীন, কুরআন যদি আপনার জন্য কিছু করে তা হলো এটা আপনাকে ভাবাবে, এই একটি কাজ অন্তত কুরআন আপনার জন্য করবে। এই প্রতিনিয়ত ভাবনার স্বচ্ছতা, আপনার জীবনের উদ্দেশ্য, এ নিয়ে চিন্তার স্পষ্টতা, আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা, ন্যায়পরায়ণতা, উচিত-অনুচিত, কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল এসব নিয়ে চিন্তা আপনি এড়াতে পারবেন না। আল্লাহ্ আজ্জা ওয়াজ্বাল মানব অভিজ্ঞতার এমন কিছু নেই যা চিন্তা ভাবনা ছাড়া যেতে দিয়েছেন।

“নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেছেন, তদ্দ্বারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীব-জন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালার যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে, নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে।” (সুরা বাকারাঃ ১৬৪)

আকাশ-মাটি, দিন-রাত্রি, মেঘমালা, যে জাহাজগুলো ভাসছে- যা কিছু তুমি দেখো, সবকিছু ‘আয়াত্বীন লিকাওমিই ঈয়াক্বীলুন’-এগুলো সব হলো নিদর্শন তাদের জন্য যারা চিন্তা করে। এগুলো সব আল্লাহ্‌র নিদর্শন। এমন কোন

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

অভিজ্ঞতা নেই যার জন্য কোন আয়াত বা নিদর্শন নেই এবং এই নিদর্শনের উদ্দেশ্য কী? যাতে তোমরা চিন্তা করতে পারো। যাতে আমি চিন্তা করতে পারি। আমরা জাতিগত ভাবে খুবই চিন্তাশীল জাতি হবার কথা। আমরা বুদ্ধিমত্তার জায়গা থেকে খুব ব্যস্ত থাকার কথা আর তা আমাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র স্মরণকে আরো গভীর করার কথা। এটা আমাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র স্মরণকে আরো গভীর করার কথা।

আমরা যতক্ষণ আল্লাহ্‌র কথাকে পুরো গুরুত্ব না দিচ্ছি, আমরা এমন মানুষ হতে পারবো না যারা ভাবনার স্পষ্টতাকে গুরুত্ব দেয়। আমরা হয়তো সেই একই ধোঁকায় পড়ে যাবো যার কথা বলা হয়েছে বনী ইসরাঈলদেরকে, এবং আহলে কিতাবীদের(ইহুদি-খৃষ্টান) সম্পর্কে।

”তারা তাদের মত যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।” (সুরা হাদীদ:১৬)

তোমরা ঐসকল আহলে কিতাবীদের মতো হয়ো না, যারা তোমাদের পূর্বে এসেছিল, অনেক দীর্ঘ সময় পর- এই কথাটা অনুগ্রহ করে একটু খেয়াল করে শুনুন, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কথা বলা হয়েছে সুরা হাদীদ-এ উনি (আল্লাহ্) বলেছেন, যখন একটা জাতি একত্রিত হয়, আল্লাহ্ পয়গম্বর পাঠান,

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

তাঁর কাছে বার্তা পাঠান এবং বার্তাটি থাকে শুদ্ধ এবং প্রথম প্রজন্মের যারা ঐ বার্তা গ্রহণ করে তারা তা পুরোপুরি বুঝে সে অনুযায়ী জীবন-যাপন করে কিন্তু কয়েক প্রজন্মের পর শুধু আনুষ্ঠানিকতাগুলো বাকী থেকে যায়। শুধু এর বহিরাঙ্গটুকু বাকি থেকে যায়, কিন্তু ঐ দ্বীনের ভেতরটা, এবং ভাবনার উদ্রেক করার মতো বার্তাটি যা মানুষের ভেতর এবং বাহির পরিশুদ্ধ করার কথা এবং যা সমাজকে বাইরের দিক থেকে এবং মানুষের মনন ও অন্তরকে ভেতর থেকে সুন্দর করার কথা – এই ভেতরটা অদৃশ্য হয়ে যায়। ফাত্বালা আ'লাইহিমুল আ'মাদ- এবং একটি বিষয়ই বাকি থেকে যায় সেটা হল- আমরা ঠিক এখন যেখানটায় আছি। আমরা এখন যে অবস্থানে আছি তা খুবই দুঃখজনক।

আমি মনে করতে পারি প্রতি বছরই প্রায়ই কেউ আমাকে উর্দুতে ই-মেইল পাঠায় বা ভয়েস মেসেজ পাঠায়, জানতে চায়, ইবাদত করার রাত কোনটি? কোন রাতে আমাদের কিছু প্রার্থনা করা উচিত। এই প্রশ্নটুকু আমাকে অনেক কিছু বলে, এইটুকুতেই ধর্ম সীমিত হয়ে গিয়েছে অনেকের জন্য, এইটুকুই বাকী আছে। আপনার কী মনে হয়, ঈদের নামাযে আমরা কেনো এত মানুষ দেখি অন্য যেকোন সময়ের চেয়ে? আপনি অবাক হয়ে আবিষ্কার করেন, এরা সবাই এখানে! সবাই টেক্সাসের! এরা কোত্থেকে এলো? আপনি জানেন ওরা কোথা থেকে এসেছে? ওরা এসছে কারণ ধর্মের প্রতি আগ্রহটা সবার কমে যাচ্ছে।

ধর্মের এই সব ছোট-খাটো বিষয়ই বাকী আছে। এবং এটুকুই বাকী আছে,

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

আর কিছু নয়। আল্লাহ্ আজ্জা ওয়াজ্বাল আমাদেরকে স্পষ্টভাবে চিন্তা করার মত তৌফিক দিন, আল্লাহ আজ্জা ওয়াজ্বাল যাতে আমাদের এই তৌফিক দান করেন যেন আমরা চিন্তাশীল এক প্রজন্ম গড়ে তুলতে পারি, যারা দ্বীন নিয়ে স্পষ্টভাবে চিন্তা করতে পারে এবং এর শিক্ষাগুলো ধারণ করতে পারে এবং এর বক্তব্যটুকু খুব পরিষ্কারভাবে সমাজের সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারে।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

পৃথিবী আমাদের দ্বিতীয় জীবন

কেমন করে তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছ? অথচ তোমরা ছিলে মৃত। (বাকারা – ২৮)

এই আয়াতটি খুবই গভীর দার্শনিক অর্থ বহন করে। এই আয়াত সম্পর্কে অনেক কিছু বলা হয়েছে। যে মতামতগুলো আমার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে সেগুলো এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। আমি মরহুম ইসরার আহমেদের কাছে কৃতজ্ঞ। এই আয়াত থেকে সবচেয়ে গভীর অন্তদৃর্ষ্টি আমি তার কাছ থেকেই পেয়েছি।

তিনি ১৯৮৫ সালে এই আয়াত নিয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। ভারত পাকিস্তানের বহু আলেম তার এই প্রবন্ধের প্রশংসা করেন। আমি এখন আপনাদের নিকট তার একটি সারমর্ম তুলে ধরবো। কারণ আমি মনে করি এটি অনেক মূল্যবান।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

আল্লাহ আজ্ঞা বলেন, – কেমন করে তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছ? অথচ তোমরা ছিলে মৃত।

প্রথম পর্যয়া – তোমরা মৃত ছিলে।

দ্বিতীয় পর্যয়া – অতঃপর তিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন।

৩য় পর্যয়া – তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দান করবেন;

৪র্থ পর্যয়া – তারপর তিনি তোমাদের আবার জীবিত করবেন।

প্রথম পর্যয়টা কী ছিল? তোমরা মৃত ছিলে। আমাদেরকে প্রথম যে বিষয়টি বুঝতে হবে তা হলো – মৃত আর অস্তিত্ব না থাকা একই বিষয় নয়। যেমন, মৃত কাউকে কফিনে রাখা হয়েছে এবং তার জানাজা হচ্ছে – এর মানে এই নয় যে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীর যে কোনো ভাষায় মৃত বলতে এমন কাউকে বোঝায় যার পূর্বে জীবন ছিল। সুতরাং এই আয়াতে মনে হয় যেন একটি ইঙ্গিত রয়েছে...(আমরা একটু পর আবার এ বিষয়ে আলোচনা করবো, তার পূর্বে কিছু বিষয় বুঝে নেয়া জরুরি)

কুরআন এবং রাসূল (স) এর সুন্নায় – মৃত্যুকে ঘুমের কাছাকাছি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। মৃত্যু এবং ঘুম একে অন্যের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। ঘুমাতে যাওয়ার সময় আমরা কী পড়ি? ‘আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমূতু ওয়া আহ্ইয়া’ – ”হে আল্লাহ, আপনার নামে আমি মৃত্যু বরণ করি

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

এবং আপনার নামে জীবন ফিরে পাই। আর ঘুম থেকে জেগে উঠার পর কী পড়ি? ' আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি আহইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্নুশুর।' "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের মৃত্যুর পর আবার জীবন দান করেছেন, আর তার নিকটেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।" আমরা এভাবে বলি না যে, যিনি আমাদের ঘুমের পর জীবন দান করেছেন; বরং বলি যিনি মৃত্যুর পর জীবন দান করেছেন। সুতরাং ঘুম এবং মৃত্যু খুব কাছাকাছি। আশা করি বুঝতে পেরেছেন।

আয়াতটি এভাবে শুরু হয়নি যে, কিভাবে তুমি আল্লাহকে অস্বীকার করো, তোমাদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না, আর আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ এটা বলেন নি। তিনি বলেছেন – তোমরা মৃত ছিলে; খুবই নিদৃষ্ট বাক্যাংশ। আরো যে বিষয়টি এটিকে প্রাসঙ্গিক করে তোলে তা হলো, সূরা গাফিরে আল্লাহ বিচার দিবসে অবিশ্বাসীদের একটি বক্তব্যের উদৃতি করেন। অবিশ্বাসীরা কিয়ামতের দিন নিজেদের উপর এতো বেশি বিতৃষ্ণ থাকবে যে তারা আল্লাহকে বলবে তাদেরকে আরেকটি সুযোগ দান করার জন্য। কিন্তু আজব এক যুক্তি উত্থাপন করে তারা আরেকটি সুযোগ চাইবে।

"তারা বলবে হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে দুইবার মৃত্যু দিয়েছেন এবং দুইবার জীবন দিয়েছেন। এখন আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। অতঃপর এখন ও নিস্কৃতির কোন উপায় আছে কি?"(40:11) আপনি তো পূর্বে আমাদের দুইবার জীবন দিয়েছেন, দুইবার মৃত্যু দিয়েছেন। দয়া করে আরেকবার দিতে পারবেন?

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

যে বিষয়ে এখানে আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি তা হলো – প্রথমে আল্লাহ তাদেরকে দুইবার কী দিয়েছেন? মৃত্যু। তাহলে কাউকে কেবল তখনি মৃত্যু দেয়া যায় যখন তার জীবন থাকে, তাই না? কারো জীবন না থাকলে তো মৃত্যু দেয়া যায় না। তাহলে, আমরা আবার সূরা বাকারার আয়াতটিতে ফিরে আসছি। " কীভাবে তোমরা আল্লাহকে অস্বীকার করো, অথচ তোমরা ছিলে মৃত।" এই বক্তব্য ইঙ্গিত করে যে, এই জীবনের পূর্বে আরেকটি জীবন ছিল। সুতরাং এটা প্রথম পর্যায় নয়। এটা দ্বিতীয় পর্যায়। প্রথম পর্যায়টি হলো পূর্বের জীবন। তারপর – ঘুম। আমি এখন মৃত্যুর পরিবর্তে ঘুম/নিদ্রা ব্যবহার করছি; কারণ মৃত্যু এবং ঘুম কাছাকাছি বিষয়। কিয়ামতের দিন যখন আমরা আমাদের কবর থেকে জেগে উঠবো, কিছু মানুষ তখন বলবে – – তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল থেকে উত্থিত করল? আমাদের আমাদের বিছানা থেকে। আমাদের শোয়ার জায়গা থেকে, মারকাদিনা।

যাইহোক, প্রথম পর্যায় ছিল – জীবন। তারপর আল্লাহ আমাদের নিদ্রা দিয়েছেন বা মৃত্যু দিয়েছেন। তারপর আবার জীবন, তারপর আবার মরণ। চলুন, এই ভ্রমণটা বোঝার চেষ্টা করি। এটা হলো আমাদের জীবনের ভ্রমণ।

প্রথমে আল্লাহ যা করলেন তা হলো – তিনি আমাদের সবাইকে একই সাথে একই সময়ে সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টির এই পর্যায়কে বলা হয় রূহ। আমাদের সবাইকে একত্রে সৃষ্টি করা হলো। যখন আমরা সবাই একত্রে আল্লাহর কাছে ছিলাম .... রূহের কোনো বয়স নেই, লিঙ্গ নেই এর এসব কিছু ছিল না; এটা

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

ছিল এর বাইরের কিছু। তখন সেখানে আমি নোমান ছিলাম, আপনি ওয়াছিফ ছিলেন, আব্দুল্লাহ ছিল, হুসনা ছিল, জুলিয়া ছিল। আমরা সবাই সেখানে ছিলাম। আর তখন আমাদের মাঝে কেউ ছোট বড় ছিল না। আমরা ছিলাম আলমে আরওয়াহতে। আমরা সবাই জীবিত এবং সুস্থ অবস্থায় আল্লাহর নিকটে ছিলাম।

আমাদের তখনো কোনো শরীর ছিল না; শুধু ছিল রূহ। আর রূহ হলো এমন একটি সৃষ্টি যা আলো থেকে তৈরী করা হয়েছে। আমরা তখন সরাসরি আল্লাহর সাথে কথা বলতাম। আল্লাহ আমাদের ঐসব কথোপকথনের বিস্তারিত কোনো বর্ণনা দেন নি। কিন্তু তিনি খুবই ক্ষুদ্র একটি চিত্র কুরআনে উপস্থাপন করেছেন। একদিন আল্লাহ সমগ্র মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করে বললেন – 'আলাস্তু বিরাব্বিকুম' – "আমি কি তোমাদের রব নই?" তখন আমরা সবাই বলেছিলাম – "অবশ্যই, আপনি আমাদের রব। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি। " আল্লাহ একই আয়াতে বলেছেন আমি তোমাদের নিকট থেকে এই সাক্ষ্য নিচ্ছি কেননা, আবার না কেয়ামতের দিন বলতে শুরু কর যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না।

সেই আলো, সেই রূহ কার সংস্পর্শে ছিল? আল্লাহর। আর এটা কার নিকট থেকে এর আলো গ্রহণ করতো? আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল এর নিকট থেকে। – এবং তাতে আমার রূহ থেকে ফুকেঁ দেব।

তারপর আল্লাহ আমাদের সবাইকে আবার ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। এক ধরণের

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

মৃত্যু। সেই মৃত্যুর কথাই এই আয়াতে বলা হয়েছে। “কেমন করে তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছ? অথচ তোমরা ছিলে মৃত। ”

তারপর আমাদের বাবা আমাদের মা’কে গর্ভবতী করেন। আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতারা সেই ঘুমন্ত রূহগুলো থেকে একটি রূহ এনে গর্ভের বাচ্চাটিকে দিয়ে দেন। এখন আপনি এই পৃথিবীতে। তারপর আপনি আপনার মায়ের পেট থেকে এই পৃথিবীতে আসবেন। এভাবেই আল্লাহ আপনাকে জীবন দিয়েছেন। এখন এটা হলো আপনার দ্বিতীয় জীবন। আপনার প্রথম জীবন ছিল আল্লাহর সাহচর্যে। এখনকার জীবন হলো আপনার দ্বিতীয় জীবন। এর পর থেকে তো বিষয়টা আমাদের নিকট সুস্পষ্ট। তারপর আমরা আবার মৃত্যু বরণ করবো; কবরে থাকবো। আমাদের রূহ আবার ভ্রমণ করে উপরে যাবে। তারপর আবার কবরে রাখা হবে। তারপর আমাদেরকে কিয়ামতের দিন আবার উঠানো হবে। আর সেটা হবে আমাদের চূড়ান্ত জীবন। ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ – অতঃপর তারই প্রতি তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে।

এখন, এই ভ্রমণটি বুঝতে পারা গুরুত্বপূর্ণ। আমি এই বিষয়টি নিয়ে গভীর কোনো আলোচনায় যেতে চাই না। তবে আমি একটি বা দুইটি বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। অন্য কারো সাহচর্যের পূর্বে মানব জাতি কার সাহচর্যে ছিল? আল্লাহর সাহচর্যে। আর সেই সাহচর্য টি এতোই মধুর ছিল যে, শুধু আল্লাহই আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলতেন, তা নয়; বরং আমরাও সরাসরি তার সাথে কথা বলতাম।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

জানেন, যখন আপনি ভালো কারো সাহচর্যে থাকেন, আপনি তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। এটা ন্যাচারাল, তাই না? আমাদের পক্ষে এটা কল্পনা করা অসম্ভব যে আমরা আল্লাহর সাহচর্যে ছিলাম অথচ প্রভাবিত হই নি। এটা অসম্ভব। আল্লাহ প্রত্যেকটি রূহকে প্রভাবিত করেছেন। এজন্য আল্লাহ বলেছেন – "আল্লাহর প্রকৃতি*, যে প্রকৃতির উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।" (৩০:৩০) তাঁর সাহচর্যে আমাদের প্রকৃতি গড়ে উঠেছিল, আমাদের ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত, আল্লাহর প্রত্যেকটি গুণাবলীর কোনো না কোনো অংশ মানুষের মাঝে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেতে দেখা যায়।

আল্লাহ হলেন 'আর রাহমান, আর রাহিম' – আমরা কি দয়া প্রদর্শন করি? আল্লাহ হলেন – আল হাকিম – আমাদের মাঝে ও কি কিছু 'বিজ্ঞতা' দেখা যায়? আল্লাহ হলেন – 'আস সামি' (যিনি শ্রবণ করেন) – আমরাও কি শুনতে ভালোবাসি? আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল হলেন – 'খালেক', তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন; মানুষেরও কি বিভিন্ন জিনিস সৃষ্টি করার ইচ্ছা জাগ্রত হয়? এমনকি শিশুকাল থেকেই আমরা লেগো দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরী করতে ভালোবাসি। আল্লাহর প্রত্যেকটি গুণাবলীর ক্ষুদ্র কিছু রূপ আপনি আদম সন্তানের মাঝে দেখতে পাবেন। এজন্য ই রাসূল (স) এর হাদিসে আমরা পাই - 'আল্লাহ আদম (আ) কে তার নিজ গুণাবলী দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।'

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

এখন সেই মানুষটি যে আল্লাহর সাহচর্যে ছিল তাকে মায়ের গর্ভে রাখা হলো, তারপর সে পৃথিবীতে আসলো এবং বড়ো হতে শুরু করে। এভাবে যখন সে বড় হতে শুরু করে সে তার শারীরিক চাহিদা দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু সে তার ভেতরে কিছু একটার অভাব বোধ করে। যেহেতু আপনি আল্লাহর সাহচর্যে ছিলেন, তাই অবশ্যই আপনি আল্লাহ কে মিস করবেন, তাঁর অভাব বোধ করবেন। কিছু একটার অভাব আপনার অন্তরে সব সময় থাকবে।

তাই মানুষ যখন বড় হতে শুরু করে সে যে সংস্কৃতি থেকেই আসুক না কেন, প্রত্যেকটি মানুষেরই উন্নত বাড়ির আকাঙ্খা আছে, সৌন্দর্যে র ্যআকাঙ্খা আছে, ভালো পোশাক-পরিচ্ছদের আকাঙ্খা আছে, সব কিছু নিখুত ঁহওয়ার আকাঙ্খা আছে। কয়েক সপ্তাহ পর পর বাসার ফার্নিচারগুলো নতুন করে সাজাতে চান কেন? ‘এভাবে ভালো লাগে, না, ঐভাবে, এভাবে চেষ্টা করে দেখি, আচ্ছা ওখানে রাখলে দেখি কেমন দেখায়।’ আমরা প্রতিনিয়ত সৌন্দর্যের খোঁজে থাকি। তাই না?

পাখি কি এমন করে? কুমির কি এভাবে সৌন্দর্য খোঁজে? বানর কি এমন করে? বিবর্তনবাদ আর্টের প্রতি মানুষের প্রবণতাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। তারা এটা পারে না। কারণ কখনই এর অস্তিত্ব ছিল না। কারণ বেঁচে থাকার জন্য আঁকা-আঁকির প্রয়োজন নেই। বেঁচে থাকার জন্য আপনার আর্টের কি প্রয়োজন? বেঁচে থাকার জন্য আপনার কবিতার কি প্রয়োজন? মৌলিক যোগাযোগের বাইরে আপনার ভাষার কি প্রয়োজন? এ ও আওয়াজ আর ইঙ্গিত ই তো যথেষ্ট। আমাদের এর চেয়ে বেশি কিছুর প্রয়োজন ছিল না।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

মায়েরা জানে বাচ্চাদের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় – 'ইঙ্গিতে থাপ্পড় দেখিয়ে একটু আওয়াজ করলেই হলো' ব্যাস সব ঠিক। ষোলো বছর পর্যন্ত আপনার এতটুকুই দরকার।

প্রকৃতপক্ষে, আমাদের যে সুন্দর ভাষা আছে, আমরা যে বিমূর্ত বিষয় যেমন আর্ট এবং সৌন্দর্য নিয়ে চিন্তা করতে পারি, আমাদের ভেতরে এগুলো কোথা থেকে এলো? আমরা কেন প্রতিনিয়ত নিখুত ঁএবং পারফেকশন এর খোঁজ করি? কারণ এই পারফেকশন খোঁজার আকাঙ্খা এমনকি বস্তুগত দিক থেকেও, এই বিষয়টা আসলে আমাদের রুহের মধ্যে এসেছে যখন আমরা মহান আল্লাহর সাহচর্যে ছিলাম। 'আল্লাহ নিজে সুন্দর, তাই আল্লাহ সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন' -আর ঠিক এ কারণে মানুষও সৌন্দর্য প্রিয়।

মানুষ সুন্দর বাড়ি চায়, সুন্দর গাড়ি চায়, সুন্দর শরীর চায়, সব কিছু সুন্দর চায়; কিন্তু তার এই চাহিদা কি কখনো পরিতৃপ্তি লাভ করে? না, কারণ আল্লাহর সাহচর্যে থেকে আপনি যে সৌন্দর্য পেয়েছেন তা কোনো কিছু দিয়েই মিটবে না।

আর পরিশেষে, যখন একজন বিশ্বাসী আবার তার মালিকের নিকট ফেরত যাবে, তখন সে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। যখন আপনি পরিপূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়ে যান, তখন 'মুতমাইন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

আর তাই আল্লাহ বলেছেন – হে প্রশান্ত আত্মা, তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে আসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।"

কেন তিনি বলেছেন, ফিরে আসো – কারণ আপনি শুরুতে তাঁর সাহচর্যে ছিলেন। আর তাই জীবনের প্রথম এবং শেষ পর্যায়া একত্রে মিলে গেলো। আপনি সেই প্রভুর সাথে আবারো সাক্ষাৎ লাভ করে পরিতৃপ্ত হয়ে গেলেন।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

মানসিক শান্তির সন্ধানে

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র; যিনি এই বিশ্বগজতের প্রতিপালক। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর বার্তবাহক মুহাম্মদ (সাঃ), তাঁর পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী-সাথীদের প্রতি।

আল্লাহ্‌ বলেনঃ “প্রকৃতপক্ষে তারাই শান্তি ও নিরাপত্তার অধিকারী এবং তারাই সঠিক পথে পরিচালিত, যারা নিজেদের ঈমানকে যুলমের সাথে (শিরক এর সাথে) মিশ্রিত করেনি।” (সূরা ৬: আল-আন’আম, আয়াত:৮২)

এই আয়াতটির পূর্বের আয়াতের সাথে সম্পৃক্ততা রেখে আমরা ঐ সম্প্রদায়ের মাঝে তুলনা করব যে কারা শান্তি অর্জন করবে।

আজ আমরা তাদের নিয়ে আলোচনা করব যারা জীবনে শান্তি অর্জন করবে, অভ্যন্তরীণ শান্তি, আত্মার শান্তি। আমাদেরকে জীবনে অনেক কিছুর মধ্য দিয়ে যেতে হয় – আবেগ, ক্লান্তি, অবসাদ, হতাশা, দুঃখ কষ্ট রাগ দুশ্চিন্তা……

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

এতসবের মাঝে থেকে কীভাবে আমরা শান্তি অর্জন করব?

এই আয়াত থেকে তা শিখব।

বিশ্বাস এবং শান্তির মাঝে সম্পর্ক রয়েছে, মানসিক এবং শারীরিক শান্তি।

যারা সত্যিকার অর্থে ঈমান এনেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাদের সেই ঈমানের ছদ্মবেশে কোন খারাপ কাজ করেনি তাদের জন্যই আছে শান্তি। (ঈমান অর্থ বিশ্বাস স্থাপন, ছোটবেলা থেকে স্কুলের ধর্ম বইয়ে পড়ে আসছি ঈমান আনা মানে আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং যেহেতু আমরা জন্মগত ভাবে মুসলিম এবং আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি তাই আমরা মনে করি আমরা ঈমান এনেছি। ঈমান আনা বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় করে, আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ্ আমাদের যা বিধান দিয়েছেন তাই আমাদের জন্য সর্বোত্তম – এই কথাকে মনেপ্রাণে আঁকড়ে ধরে, এই কথার গভীরতা উপলব্ধি করে, আল্লাহ্‌র জন্য আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে শরীয়াতের পথে আসা, আল্লাহ্ যা নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে সরে আসা।)

খারাপ কাজ শুধুমাত্র পৃথিবীর বুকে বিশৃখলা অথবা যার সাথে অবিচার বা

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

অত্যাচার করা হল শুধু তাঁর দুর্ভোগ ডেকে আনে না, যে অনাচার করে তাঁর মানসিক শান্তিও নষ্ট করে।

আল্লাহ্ চমৎকারভাবে এই আয়াতে আমাদের তা বলে দিলেন।

এবং সাথে আল্লাহ্ এটাও বলেছেন যে যারা নিজেদের অপরাধ থেকে দূরে রাখতে পারে, কারো প্রতি অবিচার-অত্যাচার করে না, শান্তি তাদেরই প্রাপ্য, তারাই শান্তি অর্জন করবে। সুবহানাল্লাহ!

যুদ্ধ থেকে আসা সৈনিক, যারা যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখেছে, নিজেরা তাতে অংশ নিয়েছে, অথবা তারই কোনো আপনজন যুদ্ধের পাশবিকতায় অংশ নিয়েছে এবং সে তার নিরব সাক্ষী অধিকাংশ সময় তারা হয় আত্মহত্যা করে, অথবা দুঃস্বপ্ন দেখে। তারা ঘুমাতে পারে না, কারো সাথে সুস্থ-স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে না।

শুধুমাত্র শারীরিক দুর্ভোগ নয়, যুদ্ধের কারণে তাদের ভেতর যে মানসিক ঝড় বয়ে যায় যুদ্ধে তারা যে বর্বরতা, নৃশংসতা করেছে বা কতৃপক্ষের চাপে করতে বাধ্য হয়েছে তা তাদের মনকে ধ্বংস করে দেয়। তাদের আর কোন মানসিক শান্তি থাকে না, এই অবস্থায় তারা আর বেঁচে থাকতে পারে না।

অন্যায়-অপরাধ মানে যারা শুধু সন্ত্রাসী তারা নয়, বিনোদন জগৎ, সংগীতের জগৎ, সেলেব্রেটি, যেকোনো ব্যক্তি যার এসব ইন্ড্রাস্টির সাথে সম্পৃক্ততা আছে যা পাপাচার করে, তাদের সত্যিকার অর্থে মাদকের উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করতে হয় সুস্থিরতার জন্য। নতুবা তারা নিজের এবং অন্যদের

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

মাঝে ত্রাস সৃষ্টি করে। মানিয়ে চলার জন্য তারা বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে চলে যায়।

আল্লাহ্ বলেন, যারা আল্লাহ্র উপর সত্যিই বিশ্বাস স্থাপন করে, তারা আল্লাহ্র রাস্তায় এমন শান্তি খুজেঁ পায় যা তারা কোন ক্লাব, পার্টি, ড্রাগ, অ্যালকোহল কোন কিছুতে পায়না।

বিনোদনের জন্য আমরা মুভির পর মুভি, মুভির পর মুভি দেখে যাই, কিন্তু এটি আসলে আমাদের ভিতরকে তছনছ করে দেয়, এরপর আমরা যা করি তা হল ওই শূন্যস্থান পূর্ণ করার জন্য অন্য কোন বিনোদনের আশ্রয় খুজিঁ আর এভাবেই এ প্রক্রিয়া থেমে থাকে না ।

একসময় আমরা এসব বাদ দেবার সিধান্ত নেই এবং মসজিদে যাই এবং আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত শান্তি খুজেঁ পাই। অনেক দিন এই শান্তি থেকে দূরে থাকার কারণে আমরা টের পাই এতদিন আমাদের ভিতর কী বিষাক্ত ধারা বয়ে চলছিল আমাদের আত্মার মাঝ দিয়ে। এখন এই বিষ বের হয়ে যায় পবিত্র কুরআনের সুমধুর শব্দে, সবার সাথে একটুখানি মাটিতে হাত রেখে নিজেকে সমর্পণ করার মাধ্যমে, একটু দেখি চিন্তা করে এই কয়েক মুহূর্ত আমাদের মাঝে কি আলোড়ন সৃষ্টি করে। অনেকদিন ধরে বাসি-পচা খাবার খেতে থাকলে হঠাৎ করে স্বাস্থ্যকর খাবার মুখে রুচিকর লাগে না। তেমনি অনেক দিন পর মসজিদে গেলে মন বসে না, মনে হয় কতক্ষণে বের হব।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

বিশেষ করে তরুণ সমাজ, এরা হয় মোবাইল অথবা অন্য কোন ডিভাইস নিয়ে আছে অথবা এট সেটা করছে, কারো মাঝে কোনো শান্তি নেই। ঈমান সেই শান্তিটাই আমাদের দেয়, শান্তি, সুস্থিরতা। আমরা আর কোন তাড়াহুড়া, বিরক্তির মাঝে থাকি না। আমরা এতটাই শান্তির মাঝে থাকি যে আমাদের আর কোন চোখের, কানের, ব্রেনের জন্য আলদা করে শান্তির পিছে ছোটা লাগে না। আমরা অনাবিল শান্তির মাঝে বিরাজ করি, মানসিক শান্তি। সুবহানাল্লাহ!

কিন্তু কোন ওয়াদা ছাড়া এই শান্তি চলে যেতে পারে। তাই আল্লাহ্‌ বলেন, আল্লাহ্‌র প্রতি ভালো কাজের ওয়াদা করতে, তাহলে এই শান্তি বিরাজমান থাকবে।

অন্যত্র আল্লাহ্‌ বলেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় থাকা মানুষের হৃদয় শান্তিতে ভরপুর থাকে।

জগতের প্রত্যেকটি মানুষ শান্তির পিছে ছোটে, মানসিক শান্তির সন্ধানে থাকে। ‘কিছু একটা’ তাঁকে সার্বক্ষণিক যন্ত্রণা দেয়। সে ভাবে আমি যদি এটা পেতাম তাহলে আমি সুখি হতাম। যদি এই পরিমাণ টাকা থাকত, যদি ঐ মেয়ে আমার জীবনে থাকত, যদি আমি এই বাড়িটা থাকত, যদি আমার এই গাড়িটা থাকত, আমার ওই ডিভাইস থাকত ভিডিও গেমস্‌...... তাহলে আমি সুখি হতাম। কিন্তু কতক্ষণ সেই সুখ থাকে? একসময় আমাদের আর সেটা ভালো লাগে না এবং আমরা নতুন কিছুর পিছে পড়ি, আমরা সন্তুষ্ট হই না। সন্তুষ্টি আছে এই আয়াতে যা আল্লাহ্‌ আমাদের শিক্ষা দেন। এই আয়াত ইব্রাহীম (আঃ) এর বক্তব্য হলেও এই আয়াত কালজয়ী, এই সময়ের জন্যও

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

প্রযোজ্য। সুবহানাল্লাহ।

“যারা সত্যিকার অর্থে ঈমান এনেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাদের সেই ঈমানের ছদ্মবেশে কোন খারাপ কাজ করেনি তাদের জন্যই আছে শান্তি।”

আমরা ঈমান এনে মুসলিম হলেই শান্তি খুজেঁ পাব না। হয়ত আমরা আমাদের বিশ্বাসটাকে অন্যায় দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে দিয়েছি, আমাদের এই অপরাধ করা বন্ধ করতে হবে, জীবন থেকে এসব অনাচার বাদ দিতে হবে এবং আল্লাহ্ ইন-শা-আল্লাহ আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত শান্তি প্রদান করবেন। আল্লাহ্ আমাদের আত্মাকে শান্তি প্রদান করুন এবং আমাদের প্রকৃত মুমিন বান্দায় পরিণত করুন। আমিন।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক

আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কগুলোর অন্যতম একটি মৌলিক সম্পর্ক হলো – তাঁর নিকট দোয়া করা, তাঁর সাহায্যের কাঙ্গাল আমরা। আমাদের ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাঁর সাহায্য দরকার, হেদায়েত পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর সাহায্য দরকার। সত্য পথের উপর টিকে থাকার জন্য, অসৎ পথ থেকে দূরে থাকার জন্য, তাঁর ক্ষমা পাওয়ার জন্য তাঁর সাহায্যের দরকার। তাঁর সহায়তা দরকার আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে, আমাদের ঈমানের জন্য। এছাড়াও জীবন পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে আমরা তাঁর সাহায্যের মুখাপেক্ষী।

আমাদের পারিবারিক বিষয়ে তাঁর সাহায্য দরকার। সুস্বাস্থ্যের জন্য তাঁর সাহায্য দরকার। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর সাহায্য প্রয়োজন আমাদের। আপনাদের মাঝে অনেকেই এমন আছেন যারা ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক সমস্যায় নিমজ্জিত। কেউ আপনার সমস্যার কথা বুঝে না। একমাত্র আল্লাহ এবং আপনি ছাড়া আর কেউ বুঝে না। আপনি আপনার সমস্যার কথা কাউকে বুঝাতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। তারা বুঝে না। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না আপনি কী মুসিবতে জীবন অতিবাহিত করছেন।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

আমাদের সকলেরই কোনো না কোনো সমস্যা রয়েছে। আল্লাহ নিজেই দুনিয়ার জীবনের এই বাস্তবতার কথা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন – “নিশ্চয় আমি মানুষকে শ্রমনির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি।” হয় আপনি মানসিকভাবে পরিশ্রান্ত, না হয় ইমোশনাল্লি পরিশ্রান্ত, বস্তুগত দিক থেকে পরিশ্রান্ত, অতিরিক্ত কাজের চাপে পরিশ্রান্ত, শারীরিকভাবে পরিশ্রান্ত, স্বাস্থ্যগত দিক থেকে পরিশ্রান্ত, বয়সের ভারে ক্লান্ত। আপনার সমস্যা থেকে বের হয়ে আসার জন্য অনেক সমাধান খুজেঁছেন কিন্তু কিছুই কাজ করছে না। এভাবে আপনার সৃজনশীলতাও একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

আমরা সব সময় পরিশ্রান্ত জীবন যাপন করছি। আমরা প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো সমস্যায় জর্জরিত। এই সমস্যাগুলো আমাদের চিন্তাশক্তির বেশিরভাগ অংশ দখল করে রাখে। অনেক সময় ইতিবাচক চিন্তা করার জন্য নিজের উপর জোর খাটাতে হয়। কারণ আপনি যদি জোর করে ইতিবাচক চিন্তা না করেন তাহলে নেতিবাচক চিন্তাগুলো সব এসে আপনার মাথায় জড়ো হয়। সব সমস্যা যেগুলোর সমাধান দরকার, সব না করা কাজগুলো যেগুলো সম্পাদন করা দরকার.... এগুলো নিয়েই আমরা সব সময় চিন্তা মগ্ন থাকি।

আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কগুলোর একটি হলো – আমরা যেন আমাদের সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য তাঁর নিকট দোআ করতে পারি।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

আমাদের যা যা দরকার আমার যেন সেটা তাঁর নিকট চাইতে পারি।

আজ আমি যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই তা হলো – এমন একটি সিক্রেট উপাদান যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নিকট যা ইচ্ছা তাই চাওয়ার সামর্থ অর্জন করতে পারি। আমরা সবাই বিভিন্ন জিনিস আল্লাহর কাছে চাই। আর সেটা হতে পারে আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে একান্ত গোপন কোনো ব্যাপার।

আপনি যদি আসলেই আল্লাহর নিকট থেকে আপনার দোয়ার উত্তর আশা করেন তাহলে, কিছু শর্ত আগে পূরণ করতে হবে। আর তার মাঝে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যা কুরআনের সর্বত্র বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে তা হলো –

আমাকে এবং আপনাকে সবার আগে আল্লাহর নিকট নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে।

তাঁর নিকট কোনো কিছু চাওয়ার পূর্বে আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে। আমার আপনার যে প্রয়োজনগুলো আছে সেগুলো চাওয়ার পূর্বে আমাদেরকে আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে ক্ষমা চাইতে হবে। ......

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

মানুষ বিভিন্ন অকেশনে বিভিন্ন রকম দোআ পড়ে। যেমন – কোন সন্তানসম্ভাব্য মা এসে জিজ্ঞেস করে, কিছুদিনের মধ্যে আমার বাচ্চা হবে, এখন আমার বাচ্চার জন্য কোন দোয়াটি আমি পড়তে পারি? অথবা কেউ একজন এসে বলতে পারে – আমি চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি, কোনো দোয়াটি আমি এখন পড়তে পারি? ঠিক কিনা? আমাকে বিশেষ বিশেষ সময় উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ দোআ প্রদান করুন।

আমি আপনাদের বলছি – বিশেষ সময়ের ঐ দোয়াগুলো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সেগুলো পবিত্র এবং আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ। কিন্তু সকল সমস্যার ক্ষেত্রে কমন দোআ হলো – "আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করা।" আপনার সকল সমস্যা দূর করার দোআ, যে একটি দোআ আপনার সকল সমস্যা দূর করবে তা হলো – সত্যিকারার্থে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

ইসলামের পথে হৃদয়কে অবিচল রাখা

আমরা আল্লাহের কাছে প্রার্থনা করে বলে থাকি, রব্বানা লা তুজিগ কুলুবানা। আমি এই দুয়াটি সুরা আল ইমরান সকল আয়াত থেকে বিশেষ করে বেছে নিয়েছি, চিন্তা করে যে কোন আয়াত দিয়ে এই ভিডিও সিরিজ শুরু করা যায়, আমি এই আয়াতটি বেছে নিয়েছি কারন রমজান মাস বিশেষ করে এই দুয়া করার জন্য ভাল সময়। “মালিক আমাদের হৃদয়কে পথভ্রষ্ট হতে দিও না।” লা তুযিঘ কুলুবানা। যার আরবি শব্দটির অর্থ হল যখন কোনকিছু হালকা বাঁকিয়ে যায় কিন্তু তা আমরা অনুধাবন করতে পারি না।

যেমন তারা এই শব্দটি ব্যবহার করতো কবর খননের সময়। যখন কবর খননের কথা থাকে আয়তক্ষেত্রের মত কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে কবর একাধারে খনন করার কারনে এর চারিদিক আর সরল রেখার মত থাকে না। যখন খনন শেষ হয় তখন দেখা যায় চারিদিকে একটু বাঁকা, মনেহয় প্রায় একটি ‘C’ (ইংরেজি শব্দ)। এই সমস্যার জন্য একে আরবিতে যাইঘ বলা হয়ে থাকে।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

এখন যদি কোন মানুষ সোজা পথে যেতে থাকে আর সে না বুঝেই ভুল দিকে মোড় নেয় এবং পথভ্রষ্ট হয়ে যায় তখন তাকে বলা হয় যাইঘ।

সুতরাং দুয়াটি হল রব্বানা লা তুযিঘ কুলুবানা। আমাদের হৃদয়কে পথভ্রষ্ট হতে দিও না। পথভ্রষ্ট হওয়া মানে এই নয় যে আমরা একবারে ৯০ ডিগ্রি বেঁকে যাব, যে আমরা এইদিকে যাওয়ার কথা কিন্তু ঐ দিকে চলে গেলাম, আর পথ ভুলে গেলাম। তা নয়।

আমাদের হৃদয় যখন আল্লাহর সন্নিকটে যায় তখন তা আল্লাহ থেকে ক্ষণিকের মধ্যে দুরে সরে যায় না।তা আল্লাহ থেকে খুব অল্প অল্প করে দুরে সরে যায়।

এবং তাই আমরা আল্লাহের কাছে নিরাপত্তা চাই যাতে আমরা আস্তে আস্তে হলেও শেষ পর্যন্ত কোন উপলব্ধি ছাড়া যেন আল্লাহ থেকে দূরে সরে না যাই। অন্যথায় দেখা যাবে আমাদের উপলব্ধির আগেই আমাদের মধ্যে আর ঈমানের বোধ নেই।

এই মাসে আমাদের কেউ কেউ আল্লাহর নৈকট্য উপলব্ধি করছি যা আমারা অনেকদিন উপলব্ধি করতে পারিনি।

এবং আমরা নামাজ পড়ছি এবং মসজিদে থাকছি,সেখানে চারপাশে মানুষদের দেখছি, যাদের মধ্যে কেউ দুয়া করছে, কেউ কাঁদছে এবং আমরা

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

ঐ পরিবেশে থেকে তাদের অনুভুতি বোধ করতে পারছি এবং আমরাও আল্লাহর দিকে ফিরে তাকাই এবং কাঁদা শুরু করি।

তখন আমরা ভাবি, “হায়, যদি আমার মনে সবসময় এরকম অনুভূতি থাকতো”। যখন নিজে নিজে ভাবি , “ হে আল্লাহ, যদি আমার মনে এই উপলব্ধি সবসময় থাকতো”,

ঐ সময় হচ্ছে এই দুয়া করার সময়। হে আল্লাহ আমাদের হৃদয়কে পথভ্রষ্ট হতে দিও না। বাএদা ইধ হাদাইতানা– “আমাদের পথ দেখানোর পর।”

এটি চমৎকার যে আল্লাহ বলেননি ‘তাকে পথ দেখানোর পর’, বাএদা ইধ হাদাইতাহা- হৃদয়কে পথ দেখানোর পর। তিনি বলেছেন আমাদের পথ দেখানোর পর, জানি আমরা পুরোটাই যেন শুধু হৃদয়।

তাই যদি আমাদের হৃদয় পথভ্রষ্ট না হয় তাহলে আমরা, আমাদের সম্পূর্ণ সত্ত্বাই যেন সঠিক পথে ধাবিত থাকবে। খুবই সুন্দর। তাই রাব্বানা লা তুযিঘ কুলুবানা বাএদা ইধ হাদাইতানা। এরপর উনি বলছেন, ওয়া হাব লানা মিন লাদুঙ্কা রাহমা। খুবি শক্তিশালী ভাষা। উনি বলছেন, “দান করুন আমাদের” হিবা এর আরবি মানে উপহার। ওয়াহাব- মানে হচ্ছে বড় উপহার দেয়া। অনেক বড় উপহার। হে আল্লাহ আমাদের এই মহান উপহার দান করুন, উদারতার উপহার, উপহার যা তোমার গোপন সংরক্ষিত জায়গা থেকে আসে।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

এখানে আমি এই ভাষাটি সতর্কতার সাথে ব্যবহার করছি কারণ এই শব্দ ‘লাদুন’ এর মানে আরবিতে শুধু এই নয় যে তোমার কাছে থাকা কোন বস্তু, এর মানে হচ্ছে তোমার কাছে গোপনে থাকা কোন বস্তু । তোমার কাছে গোপনে থাকা কোন বস্তু যা অন্যকেউ কখনো দেখেনি। আর যখন সেখান থেকে বের করে কাউকে কিছু দেয়া হয়। এটা হল হাজা মিন লাদুন্নি- আর যদি আমার কাছে কিছু থাকে যেমন আমার পকেটে একটা কলম আছে এবং আমি তা তোমাকে দিলাম। হাজা মিন ইন্দি- এটা আমার পক্ষ থেকে। এবং ইন্দা শব্দটি কুরআনেও ব্যবহার করা হয়েছে।

তবে যখন তুমি লাদুন শব্দটি দেখ, তবে তা বিশেষ। এটি সাধারণ নয়, এটি আল্লাহর গোপন করুণা থেকে আসা। অন্যভাবে বললে,দয়া করে এটি মনোযোগ দিয়ে শুনুন, যেমন তুমি বলছ, “হে আল্লাহ...”

“...আমি তোমার থেকে আগেও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি, অনেক বার।

আমি তোমার কাছে এসেছি এবং তারপর দূরে সরে গিয়েছি। এবং আবারো আমি তোমার কাছে এসেছি এবং তারপর দূরে সরে গিয়েছি। আমি এই অবস্থা আগেই পার করে এসেছি, এটি আমার জন্য একটি চক্র।”

এবং যখন তুমি কোন চক্রে পড়ে যাও তুমি চিন্তা করতে থাক, আমি নিজে নিজে চিন্তা করতে থাকি যে এটি আবার হবে। এটাই স্বাভাবিক। এর মধ্যে নতুন কিছু নেই। এবং সেটাই হচ্ছে আল্লাহের কাছে চাওয়ার সময়,“ওয়া হাব

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

লানা মিন লাদুঙ্কা রহমা”– হে আল্লাহ, তোমার ভাণ্ডারে নিশ্চই গোপন ক্ষমা আছে যা তুমি আমাকে দেবে এই চক্র থেকে বের হয়ে আসার জন্য।

এর তখনই আমি তোমার দিকে ধাবিত হতে পারবো এবং আমার হৃদয় আর পথভ্রষ্ট হবে না। তুমি জানো, এটি হচ্ছে আশার আয়াত। যেন আমরা আমাদের পূর্বের কৃতকর্মের দিকে তাকিয়ে না বলি যে, আমার কোন আশা নেই। আমি সবসময়ই এই চক্রে আবদ্ধ থাকি।

ওয়া হাব লানা মিন লাদুঙ্কা রহমাতান ইন্নাকা আন্তাল ওয়াহ্হাব। শুধু আল ওয়াহিব নয়- আপনি নিঃসন্দেহে উপহার দেয়ার মালিক যে অঢেল উপহার দেন এবং বার বার দেন।

হে আল্লাহ, আমি এই উপহার একবার চাই না। তোমার বিশেষ ভালোবাসা আর ক্ষমা এবং তোমার দেখানো পথ এবং আমার হৃদয়কে সরল পথে রাখা। এটি আমি একবার চাই না। আমি জানি আমার এটি আগামীকাল আবার দরকার হবে। তার পরের দিন আবার দরকার হবে এবং তারপরের দিনও দরকার হবে। তাই আমি তাকে ডাকি যে আমাকে একটানা, একটানা এবং বার বার এই উপহার দিবে। সুবহানাল্লাহ।

কী চমৎকার দুয়া আল্লাহকে বলার জন্য! আমরা বলে থাকি যে রমজানের জ্বর কমে যেতে থাকে এই মাসের পরে- এটি হচ্ছে এমন একটি দুয়া যা এই জ্বরকে কমতে দিবে না। আর আমরা আল্লাহর দিকে ফিরে চাই এবং

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

বলি, রব্বানা লা তুযিঘ কুলুবানা বা'দা ইধ হাদাইতানা ওয়া হাব লানা মিন লাদুঙ্কা রাহমাতান ইন্নাকা আন্তাল ওয়াহহাব– আশা করি আল্লাহ আমাদের সবাইকে তার সুন্দর উপহার আর তার ভালোবাসার ক্ষমা দান করুন।

বারাকাল্লাহু লি ওয়ালাকুম, ওয়া-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

সবাইকে আসসালামু আলাইকুম।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

জান্নাতের দরজা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি আপনাদের সাথে এই সংক্ষিপ্ত ভিডিওতে সুরা সোয়াদ এর কিছু ভাবনা নিয়ে আলোচনা করব। এটি কুরআনের ৩৮ তম সুরা। আর এর পরের সুরা হচ্ছে সুরা জুমার। এই দুই সুরার শেষেই আল্লাহ বেহেশত সম্পর্কে খুব সুন্দর কিছু উল্লেখ করেছেন, যা এখন আমি আলোচনা করব।

আল্লাহ আজ ওয়াজাল সুরা সোয়াদে বলেছেন,

“জান্নাতের বাগান সমূহ (যা আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন) এর দরজাগুলো তাদের জন্যে খোলা রাখা হয়েছে”(আরবিতে মুফাত্তাহা মানে এমন কিছু যা খোলে ধরে রাখা হয়েছে এবং কেউ একজন এর ধরে রাখার দায়িত্বে আছে)। এবং যেভাবে আল্লাহ এটি বর্ণনা করেছেন যে, জান্নাতের দরজা ইতিমধ্যে খুলে ধরে রাখা হয়েছে। এটি কিয়ামতের দিন খোলা হবে না। এটি ইতিমধ্যে খোলে ধরে রাখা হয়েছে। মুফাত্তাহা আর মাফতুহা এ দুটি আলাদা শব্দ। আরবিতে মাফতুহা মানে দরজা খোলা। আর

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

মুফাত্তাহা মানে, দরজা প্রশস্তভাবে খোলে ধরে রাখা।

এখন চিন্তা করুন, আপনার অনুমান শক্তিকে কাজে লাগান। যখন দরজা বন্ধ থাকে, তাদেরকে দরজার বাইরে দাড়াতে হবে, ঘণ্টা বাজাতে হবে, দরজায় কড়া নাড়তে হবে, অপেক্ষা করতে হবে দরজা খোলার জন্যে এবং তারপরেই তারা ঢুকতে পারে। যখন আপনি আপনার অতিথির সুবিধার জন্যে খুব বেশি উদ্বিগ্ন থাকবেন, তখন আপনি কি করবেন? আপনি দরজা খোলে রাখবেন। এরপরেও আপনার অতিথি দরজা অর্ধেক খোলা দেখে হয়তো ভাবতে পারে যে, আমি জানি না আমাকে হয়তো ঘণ্টা বাজাতে হবে, ঘরে ঢোকার জন্যে অনুমতি নিতে হবে যেরকম আল্লাহ বলেছেন,

“তোমরা যারা বিশ্বাস কর, তারা অন্যের ঘরে ঢুকো না যতক্ষণ না অনুমতি পাও”। (সুরা আন-নুর:২৭)

এখন, তৃতীয় আরেকটি অবস্থার কথা চিন্তা করুন। ধরুন, আপনি কাউকে দায়িত্ব দিলেন যেমন কোন বাচ্চা অথবা যে কেউ। আপনি দায়িত্ব দিলেন আপনার বাসার দরজা খোলে ধরে থাকার জন্যে এবং আপনার অতিথিদেরকে স্বাগতম জানানোর জন্যে যখন তারা আপনার বাসায় ঢোকে। যাতে আপনার অতিথিরা অপেক্ষা করার মত অসুবিধায় পরতে না হয়। আর এটাই হচ্ছে আল্লাহ আজ ওয়াজাল এর দয়া। সুরা সোয়াদ এ তিনি বলেছেন, “তিনি জান্নাতের দরজা খুলে ধরে রেখেছেন।” এখন, এটা একটা

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

জিনিস যেটি আমি আপনাদের সাথে ভাগ করতে চাই এত সুন্দর ভাষার সুরা সোয়াদ সম্পর্কে।

এখন চলুন দেখি সুরা আয-জুমার এ আল্লাহ কি বলেছেন। সুবহানাল্লাহ, এটা অত্যন্ত সুন্দর। আল্লাহ দোজখের আগুনে জ্বলিত মানুষের কথা বলেছেন। আমি এখন আপনাদের দেখাব। “অকৃতজ্ঞ মানুষদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে জাওয়া হবে, সাকা মানে কাউকে তাড়াতাড়ি সামনের দিকে ঠেলা। তাড়াতাড়ি জাহান্নামের দিকে, জাহান্নামের আগুনের দিকে। এখন, আমরা কুরআনের অন্যান্য জায়গায় দেখেছি যে, জাহান্নামের আগুনের গর্জন অনেক তীব্র। মানুষ এর গর্জন জাহান্নামের বাইরে থেকেও শুনতে পাবে। তাই, মানুষদেরকে যখন জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তারা যত কাছে যাবে, তত তীব্রভাবে তারা আগুনের গর্জন শুনতে পাবে, ঠিক? তারা যত বেশি অগ্রসর হবে, তত বেশি অনিচ্ছুক হবে, ঠিক? কিন্তু দা’আউনা দা’আদ নামের ফেরেশতারা শুধুই সামনের দিকে ঠেলতে থাকবে, সামনের দিকে ঠেলতেই থাকবে, তাড়াতাড়ি ঠেলতেই থাকবে। জাহান্নামে না নেয়া পর্যন্ত তারা ঠেলতেই থাকবে। এরপর আল্লাহ বলেছেন, জুমরান, এই সমস্ত মানুষদেরকে দলে দলে বিভক্ত করা হবে। জুমরান এসেছে জামায়াত থেকে, বড় দল কিন্তু শ্রেণীতে বিভক্ত দল। এটি হচ্ছে লজ্জাহীন মানুষের দল, এটি হচ্ছে রিবা মানে সুদখোর মানুষের দল, এটি হচ্ছে হারাম খাওয়া মানুষের দল, এটি হচ্ছে প্রশ্নবিদ্ধ পেশার, প্রশ্নবিদ্ধ ব্যবসায়ী মানুষের দল, এটি হচ্ছে ওইসব মানুষ যারা এলকোহল উপসেবক, এটি ওইসব মানুষ যারা ড্রাগ এবং অন্যান্য উপসেবক। আপনারা জানেন, এটি ওইসব মানুষের

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

দল যারা মিথ্যা বলেছে, ধোঁকা দিয়েছে । এটি হচ্ছে ওইসব মানুষের দলা যারা কারও খ্যাতি নষ্ট করেছে, পীড়াদায়ক কথা বলেছে তারা হুমাজাহ আর লুমাজাহ তে যাবে। এখানে ওইসব লোক যারা পিতামাতাকে সম্মান করেনি। এখানে ওইসব লোক যারা অনেক অহংকার করেছে, রাগী আর তাদের এই রাগের কারণে কখনো কোন উপদেশ গ্রহণ করেনি। লোকদেরকে বিভক্ত করা হবে তাদের পাপের ভিত্তিতে। প্রত্যেক বিভক্ত দলকে, শ্রেণীকে জাহান্নামের আগুনের দিকে ঠেলা হবে। "হাত্তা ইজাজা উহা", ঠিক সময়ে তারা জাহান্নামে, জাহান্নামের আগুনে প্রবিষ্ট হবে। এখন তারা জাহান্নামের দরজায়। এরপর আল্লাহ বলেছেন, "ফুতিহাত আবওয়াবুহা "- দরজা খোলা। আরবিতে তারা বলে, আপনারা জানেন একটা যুক্তি আছে, যদি এবং তারপর উক্তি থাকলে অথবা যখন এবং তারপর উক্তি থাকলে, আমি আপনাদের জন্যে সহজ করে বলি। যখন তারা জাহান্নামের দরজায় উপস্থিত হবে তখন ওর প্রবেশদ্বার গুলো খোলে দেয়া হবে। এটাই হচ্ছে উক্তির "তখন" অংশ। আপনারা জানেন? এটি আপনাদের কি বলছে? দরজাগুলো আগেই খোলা ছিলনা। ওইগুলো তখনই খুলবে যখন তারা উপস্থিত হবে। চিন্তা করে দেখুন এটা নিয়ে। আল্লাহ বলেছেন, জান্নাতের দরজাগুলো ইতিমধ্যে খোলে রাখা হয়েছে। কিন্তু তিনি বলছেন না যে, জাহান্নামের দরজাগুলোও খোলে রাখা হয়েছে। এটা কি সুন্দর না? আল্লাহ এটা চান না, যদি এটা খোলা থাকত তার মানে আল্লাহ মানুষদেরকে জাহান্নামে ঢোকানোর জন্যে অপেক্ষা করছেন। প্রতীক্ষিত অতিথিদের জন্যে জান্নাতের দরজা খোলে রাখা হয়েছে।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

কিন্তু জাহান্নাম এমন এক জায়গা, যেখানে আল্লাহ মানুষদেরকে স্বাগতম করতে চান না। তিনি চান না মানুষ জাহান্নামে যাক। দেখুন, তাই তিনি দরজা বন্ধ করে রেখেছেন। আর এর একটি সুন্দর ভাল দিকও আছে। আর সেটি হচ্ছে, কেন জেলখানার দরজা খোলা রাখা হবে? জেলখানার দরজা অবশ্যই বন্ধ থাকা উচিত। জেলখানার দরজা শুধুমাত্র দুইবার খোলা হয়, যখন কয়েদীকে ভেতরে ঢোকানো হয় অথবা যখন কয়েদীকে বাইরে বের করা হয়। এটাই শুধু খোলার সময়। তাই এটাই আল্লাহর দয়া যেটাকে আমাদের ভয় করা উচিত, জাহান্নামের দরজা তখনই খোলা হবে যখন জাহান্নামী ব্যক্তি জাহান্নামের দরজায় উপস্থিত হবে। এখন এই আয়াতে আরও অনেক কিছু আছে, কিন্তু এই ছোট ভিডিওতে আমি সেইগুলোতে যাব না।

আমি আপনাদেরকে আরেকটি আয়াতে নিয়ে যাচ্ছি। এটি একই সুরা, সুরা আজ-জুমার এর একই উপসংহারে। আল্লাহ আজ ওয়াজাল বলেছেন,(সুরা আজ-জুমার এর ৭৩ নম্বর আয়াত) সেইসব মানুষ যারা আল্লাহকে ভয় করেছে, সাবধান থেকেছে, সতর্ক থেকেছে, তাদের জীবন পরিবর্তন করেছে এবং আত্মরক্ষা করেছে তাদেরকেও তাড়াতাড়ি জান্নাতের দিকে দলে দলে নিয়ে যাওয়া হবে। “সিকা” আপনাদেরকে বলেছি, তাড়াতাড়ি নিয়ে যাওয়া হবে। তাদেরকে কেন তাড়াতাড়ি নিয়ে যাওয়া হবে? কারণ, আল্লাহ চান না তাদের জন্যে বিচার দিন দীর্ঘ হোক। যখনই বিচার শেষ হয়ে যাবে, ফেরেশতাদের নিরাপত্তা বলয়ের ভেতর থেকে তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। এবং তাদেরকে জান্নাতের বাইরে অপেক্ষাও করতে হবে না

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

প্রবেশ করার জন্য। কারণ, বিচার দিনে যখন সবার বিচার চলবে তার আশেপাশে যদি আপনি থাকেন তাহলে আপনি ভীত হয়ে পরবেন। আল্লাহ আপনাকে ভীত করতে চান না। তাদেরকে জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়া হবে যার দরজা ইতিমধ্যেই খোলে রাখা হয়েছে, যেটা আমরা আগেই জেনে এসেছি। তুমি ঢোকে পর, জান্নাতে লাফ দিয়ে প্রবেশ কর। সুবহানাল্লাহ! যখন তারা জাহান্নামে উপস্থিত হবে, আল্লাহ এটা বলেননি যে যখন তারা উপস্থিত হবে, জাহান্নামের দরজা আগে থেকেই খোলা থাকবে। তিনি জাহান্নামের ক্ষেত্রে বলেছেন, যখন তারা সেখানে উপস্থিত হবে, তারপর দরজা খোলা হবে। কিন্তু এখানে আরবি শব্দ "ওয়া", অতি ক্ষুদ্র আরবি শব্দ "ওয়া", হাত্তা ইজাজা উহা ওয়া ফুতিহাত আবওয়াবুহা(সুরা আজ-জুমারঃ ৭৩)।

আপনারা জানেন এটা আমাদের কি বলছে? এটাই হচ্ছে ঘটনা। যখন তারা জান্নাতে উপস্থিত হবে এবং সেখানের দরজা ইতিমধ্যেই খোলা রাখা হয়েছে। এই ছোট শব্দ "ওয়া" মানুষ এই আয়াত মুখস্ত করে আর বলে, এই "ওয়া" এর মানে কি? এই ছোট "ওয়া", মহান আল্লাহর দয়া সম্পর্কে সুরা সোয়াদে বলা হয়েছে। যখন তারা সেখানে উপস্থিত হবে এবং আসল ব্যাপার হচ্ছে, এর দরজাগুলো আগে থেকেই খুলে ধরে রাখা হয়েছে।

সুবহানাল্লাহ! আমরা যেন জান্নাতের ওই দরজা দিয়ে ঢুকতে পারি যেগুলো ইতিমধ্যে খোলে রাখা হয়েছে। এবং এই শব্দগুলোর দিকে আরেকবার দেখুন। এই দরজার প্রহরী, ফেরেশতা, জান্নাতের রক্ষকগণ তাদেরকে বলবে, "সালামুন আলাইকুম, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক"। আপনি যখনই

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

জান্নাতে প্রবেশ করবেন আপনার জন্যে তারা শুভেচ্ছা বার্তা শুনাবে। মাঝে মাঝে যখন আপনি কোন পার্টিতে যান আর ওই পার্টির আয়োজক অন্য কোথাও ব্যস্ত থাকে, আপনাকে উনি সালাম দেন না। এরপর যখন দেখা হয় তখন বলে, ও! আপনি কখন এলেন? জান্নাতে আপনি যখনই প্রবেশ করবেন, তখনই আপনাকে সালাম দেয়া হবে। আপনার সম্পর্কে ভালো মন্তব্য করা হবে, কি ভাল আপনারা! সাধারণত আপনারা যেসব মন্তব্য শুনেন, যেমন- হে! সুন্দর শার্ট, সুন্দর টাই, সুন্দর এটা, সুন্দর ওটা! ফেরেশতারা বলবে, “কি ভাল আপনারা! ও আল্লাহ! কিছু ভালো মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করছে।” আপনি ফেরেশতাদের কাছ থেকে ভালো ভালো মন্তব্য পেতে থাকবেন। তারা বলবে, “এখানে বাস কর, তোমরা একখানে চিরস্থায়ী”। সুবহানাল্লাহ!

আর শেষ কথা, আমি জানি এটা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে, শেষ কথা। “ওয়া ক্বলু আলহামদুলিল্লাহ” (সুরা আজ-জুমারঃ ৭৪)। এখন আপনি জান্নাতের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েছেন। আপনি এখন জান্নাতে। প্রথম জিনিসটি আপনি বলবেন, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা প্রতিদিন আলহামদুলিল্লাহ বলি, তাই না? প্রতিদিন আমি নামাজে বলি, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। যখন আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে, আপনি কেমন আছেন? আমি বলি, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু ওই আলহামদুলিল্লাহ হচ্ছে এমন একটি শব্দ যেটি আপনি কোনদিন উচ্চারণ করেন নি। যখন বিচার দিনে সব বিচার শেষ এবং আপনি তাড়াতাড়ি জান্নাতে প্রবেশ করবেন এবং যখন সত্যি সত্যি আপনি জান্নাতে পা রাখবেন যখন আর কোন প্রশ্ন করা হবেনা, যখন আর

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

কোন ত্যাগ থাকবে না, আর কোন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে না, আর কোন ভয় নেই, “আলহামদুলিল্লাহ”। এটাই হবে আপনার সেরা “আলহামদুলিল্লাহ” বলা, যার জন্যে আমরা এত অপেক্ষা করে এসেছি দেখার জন্যে। যেটা বলার জন্যে আমরা অপেক্ষা করেছি। এবং আমি চাই, আপনারা এবং আমিও মনে রাখি এই আলহামদুলিল্লাহর কথা, যেটা আমরা বিচার দিন বলব, যেটা আমরা আজকে বলছি, “আলহামদুলিল্লাহ”।

আল্লাহ আজ ওয়াজাল আমাদেরকে কুরআনের অনুসরণকারী মানুষ হিসেবে পরিণত করুন, যারা আল্লাহর নিশ্চিত উপহার জান্নাত পাবে, যাদেরকে আল্লাহর জান্নাতে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাওয়া হবে বিচার দিনে কোন রকম প্রশ্ন ছাড়াই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

তন্ময় ভাইয়ের লেখা

অনেক ব্যস্ত এক ডাক্তার ।

শুধু উনার এপয়েন্টমেন্ট পেতে হলে মাঝে মাঝে মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হয় রোগীদেরকে। খুবই ব্যস্ত থাকেন তিনি । উনাকে প্রায়ই প্লেনে করে এক যায়গা থেকে আরেক যায়গায় যেতে হয় চিকিৎসার কাজে।

একদিন তিনি প্লেনে করে যাচ্ছিলেন। হটাৎ করেই ঘন কালো মেঘে ঢেকে গেল সারা আসমান । বজ্রপাত, বৃষ্টি এবং ঝড় হাওয়া শুরু হয়ে গেল । তখন হটাৎ করেই প্লেনের ইঞ্জিনে সমস্যা দেখা দিল এবং সেখানের কোন এক এয়ারপোর্টে আমাদের প্লেনকে ল্যান্ড করতে হল।

যে এয়ারপোর্টে নামল সে যায়গাটা ছিল শহর থেকে অনেক দূরে এবং সাথে সাথে ইঞ্জিন ঠিক করার জন্য দক্ষ কারিগর সেখানে ছিল না।

অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না । কিন্তু তার জরুরী কাজ ছিল যেখানে পৌঁছানো তার জন্য খুবই জরুরী ।

তিনি ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলেন,

- কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ?

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

-- ক্যাপ্টেন বললেন, ঠিক বলা যাচ্ছে না, কিন্তু অনেক্ষন অপেক্ষা করতে হবে।

- আমি বললাম, কিন্তু আমার তো সেখানে পৌঁছা খুবই দরকার ।

-- ক্যাপ্টেন বললেন, তাহলে আপনি গাড়ি করে চলে যান না কেন ? এখান থেকে মাত্র তিন ঘণ্টার রাস্তা।

এ ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না। তাই তিনি গাড়ি করেই রওয়ানা দিলেন। কিছু দূর যাওয়ার পর আবার সেই ঘন কালো মেঘ, বৃষ্টি আর ঝড় শুরু হয়ে গেল। যেহেতু গ্রামের মাটির রাস্তা তাই বৃষ্টির কারণে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না । কারণ বৃষ্টির কারণে রাস্তায় এত কাদা হয়ে গিয়েছিল যে গাড়ির চাকা কাদার মধ্য দিয়ে চলছিল না।

তখন কিছুদূর সামনে একটা বাড়ি দেখা গেল । তিনি ঠিক করলেন ঐ বাড়িতে গিয়ে বৃষ্টি থামার আগ পর্যন্ত যদি আশ্রয় পান তাহলে নামাজ আদায় করতে পারবেন। তিনি ঐ বাড়িতে গেলেন এবং দরজায় নাড়ালেন। এক বৃদ্ধ মহিলা দরজা খুললেন এবং ভেতরে আসতে বললেন।

তিনি বৃদ্ধ মহিলাকে সবকিছু বললেন এবং নামাজ পড়ার অনুমতি চাইলেন।

বৃদ্ধ মহিলা তাকে ভেতরে আসতে বললেন । ভেতরের রুমে একটা জায়নামাজ ছিল এবং জায়নামাজের পাশে এক ছোট্ট ছেলে শুয়ে ছিল । একটু পর পর বৃদ্ধ মহিলা ছেলেটির পাশে এসে বসে দেখে যেতেন ছেলেটি কেমন আছে । এবং তার পাশে বসে বসে দো'আ করতেন ।

বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি উনাকে জিজ্ঞেস করলেন,

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

- ছেলেটির কি হয়েছে ?

-- বৃদ্ধ মহিলা বললেন, ছেলেটির মা-বাবা কেও নেই । আমি ওর নানী। ছেলেটা খুবই অসুস্থ । আশেপাশের সকল ডাক্তারকে দেখিয়েছি কিন্তু কোন কিছুই হচ্ছে না। এখানকার ডাক্তাররা বললেন, শহরে একজন ভাল ডাক্তার আছে, যে হয়তো এই ছেলেটার ভাল চিকিৎসা করতে পারবে।

আমি অনেক চেষ্টা করেছি সে ডাক্তারের এপয়েন্টমেন্ট নেয়ার জন্য কিন্তু তারা বলেছে ছয় মাস পর যোগাযোগ করার জন্য, ছয় মাসের আগে সেই ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব না ।

সেদিন থেকে আল্লাহ'র কাছে দো'আ করছি,

"হে আল্লাহ, আমাদের জন্য সহজ করে দেও । ছেলেটা অসুস্থ, হে আল্লাহ । আমাদেরকে সাহায্য কর।

তখন তিনি জিজ্ঞেস করলাম, সে ডাক্তারের নাম কি ?

বৃদ্ধ মহিলা বললেন, ডাক্তার ইষান।

এই কথা শোনার সাথে সাথেই ভদ্রলোক কাঁদতে শুরু করলেন। বৃদ্ধ মহিলা তাকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন,

-- আপনি কেন কাঁদছেন ?

কাঁদতে কাঁদতে ভদ্রলোক বললেন,

- আপনার দো'আ আল্লাহ কবুল করেছেন । শুধু আপনার দো'আ, আল্লাহ কবুল করেছেন বলেই, এই ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত এসে আমাদের প্লেনকে থামিয়ে দিল, তারপর যখন গাড়িতে করে যাচ্ছিলাম তখন আবার সেই ঝড়,

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

বৃষ্টি আর বজ্রপাত আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে । আর আপনাকে প্রশ্ন করার সাথে সাথেই বৃষ্টিও থেমে গেছে ।

ডাক্তারের কথা শুনে বৃদ্ধ-মহিলাও কাঁদতে শুরু করলেন ।

এই কাহিনী এক আলেমের কাছে বলার পর ডাক্তার ঈষান বললেন,

সেদিন আমি শিখেছি, আল্লাহ যার ভাল চান তার জন্য যা কিছু সম্ভব তা তিনি নিজেই করেন । অবশেষে ডাক্তার ঈষান ছেলেটির চিকিৎসা করেছিলেন।

--- সুত্র মুফতি ইসমাইল মেনক

শিক্ষাঃ

একটু ভেবে দেখেন, ৬ মাস আগের এপয়েন্টমেন্ট ছাড়া যে ডাক্তারের সাথে দেখা করাটাও অসম্ভব ছিল সেই ডাক্তারকে এত দূর একটা গ্রামে টেনে হেঁচড়ে আল্লাহ সেই ঘরেই এনে তুলেছেন যেখানে তার দরকার ছিল ।

আর এই কাহিনী যদি আসলেই বুঝতে পারেন তাহলে মনে রাখবেন, যখন যা দরকার আল্লাহ তায়ালার কাছে চাইতে ভুলবেন না।

মনের মধ্যে সেই বিশ্বাসটুকু রেখে আল্লাহ'র কাছে দো'আ করেন । ইনশআল্লাহ আল্লাহ আমাদের নেক দো'আ কবুল করবেন ।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

তন্ময় ভাইয়ের লেখা

সংসার ভাবনা

এক দ্বীনি বোনের লেখা....

১- প্রথমে জানতে হবে জামাইরা কি চায়। আমরা বিয়ের আগে সংসার নিয়ে যতটা সুখ স্বপ্ন দেখি, জামাইরা দেখে তার বহুগুন বেশী। তবে তারা সংসার নিয়ে যতটা দেখে তারচেয়ে বেশী দেখে বউ নিয়ে। হ্যা বউ। প্রতিটা ছেলের কাছে পরম আকাঙ্ক্ষিত পরম আরাধ্য বস্তু। এই বউ নিয়ে স্বপ্ন দেখার সময় কি তারা ঝগড়া করার স্বপ্ন দেখে? বউকে সারাদিন বকা দেয়ার ভুল ধরার স্বপ্ন দেখে? অবশ্যই না। তবে কেন এই আচরন গুলো করে?

কারন তারা বাহিরে যতটা শক্ত, ভিতরে ততটাই ভঙুর নরম। সেই নরম যায়গাটা কোন মেয়ের কাছে খুলে দেয়া নিরাপদ মনে করেনা তারা। কঠিন আচরনের আবরনে ঢেকে রাখে। আর অনেকক্ষেত্রে সেটাই উচিত। এমনিতেই তারা তাদের প্রাপ্য সম্মান আনুগত্য পায়না, যদি নরম হত তাহলে কি ঘটত কে জানে। আমাদের মেয়েদের চিন্তার গভীরতা অনেক কম, অনেক কম। তাদের মনের নরম যায়গাটা ছুতে হলে আগে তাদের এই আস্থাটা অর্জন করতে হবে, যে আমার দ্বারা তোমার আত্বসম্মান কখনই আঘাতপ্রাপ্ত হবেনা।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

.

তারা চায় বউ তার সম্মান করুক, আনুগত্য করুক। স্ত্রীর কাছে ছোট হওয়াকে মারাত্মক ভয় পায়। অন্তত বাহিরের লোকের সামনে তারা স্ত্রীর কাছ থেকে পরিপূর্ন আনুগত্য চায়। এই জিনিসটা উনাদেরকে দিয়ে দেন। সাকিবা আপু একটু আগে লিখেছে yes boss বলতে। কথাটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। yes boss বলা শিখে যান। সেই দিন দূরে না যেদিন বস কিছু বলার আগেই চিন্তা করবে আপনার উপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে না তো! কারন বললেই তো আপনি মেনে নিবেন। আবার মেনে নিয়ে যদি কোন খারাপ কিছু ঘটে সেটাও তো উনি দেখবে। তার সব সিদ্ধান্তই যে সঠিক না সেটা তাকে মুখে না বলে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে দিন। নিজেই তখন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আলোচনা করতে আসবে।

2- প্রত্যেক পুরুষ তার সঙ্গীর চোখে হিরো হতে চায়। আমরা যেমন চাই আমাদের সৌন্দর্য দেখে তারা মুগ্ধ হোক। তারা চায় তাদের সাহসিকতা, দায়ীত্বশীলতা, পুরুষত্ব আমাদেরকে মুগ্ধ করুক। অথচ আমরা এমন নাদান, মুগ্ধ হবার বদলে সুক্ষ খোচা দিয়ে তাদের পুরুষত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে বেশী পছন্দ করি, হিরোর বদলে বানিয়ে দেই হিরো আলম। ফলাফল খোচার বদলে খোচা, তারপর আবার খোচা। চলতেই থাকে। আমি যখন একটা বাকা কথা বলি সে নির্লিপ্ত থাকে। আমি আগে ভাবতাম গায়ে লাগেনা। এখন বুঝি গায়ে ঠিকই লাগে। আমার কোন কাজের ভুল ধরার মাধ্যমে সেটার প্রতিফলন হয়। এটা কেউ ইচ্ছা করে করেনা। কেউ বারবার আপনার ভুল ধরছে, সেটা যত যৌক্তিকই হউক, আপনি হয়ত চুপ করে থাকলেন, কিন্তু আপনার সামনে যখনই তার কোন ভুল আসবে আপনি সাথে রি এক্ট করে

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

ফেলবেন খুব স্বাভাবিক ভাবেই। তাই আসুন খোচাখুচি বাদ দেই। প্রশংসার তেলে চুবিয়ে চুবিয়ে তাদেরকে চকচকে হিরো বানিয়ে রাখি। আফটার অল সে রাজা হলে আমরাই তো রানী।

৩- আপনি তার সাথে কি আচরন করছেন আর সে কি করছে এভাবে মাপতে যাবেন না। সে আপনার উপর দায়ীত্বশীল, আপনি না। আপনার ভালো মন্দের দায় তার উপর। যেমন আপনার উপর আপনার সন্তানের ভালো মন্দের দায়। তাই মাপতে হলে সন্তানের সাথে আপনার আচরন দিয়ে মাপুন। বাচ্চারা যেমন আপনার সব সিদ্ধান্ত সব নিষেধাজ্ঞার কারন বোঝেনা, আপ্নিও তেমন বুঝেন না এটা মেনে নিন। পুরুষ মানুষের দূরদর্শিতা এবং চিন্তার গভীরতা একটু বেশীই থাকে সাধারনত৷ সে যদি ভুল সিদ্ধান্ত নেয় তাকে তার ভুল থেকে শিখতে দিন। বলে বলে শেখানোর দরকার নাই, সম্ভবও না।

৪- আমরা মেয়েরা নিজেদেরকে যতটা দুর্বল আর অসহায় মনে করি, আদতে আমরা তা না। আল্লাহপাক ছেলেদেরকে শারিরীক শক্তি দিয়ে তাদের মনের চাবি মেয়েদের হাতে দিয়ে দিয়েছে। আমরা সে চাবিটা ঠিকমত চালাতে জানিনা। উলটো খারাপ ব্যাবহার, অবাধ্যতা, উদাসিনতার মাধ্যমে চাবিটাই হাতছাড়া করে ফেলি। পুরুষরা নারীর উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল, তাদেরকে মিষ্টি কথায় ভোলানো এমন কোন কঠিন কাজ না। হ্যা যদি আপনি মনে করেন "আমিই কেন শুধু মিষ্টি কথা বলব", অথবা "আমি ভাই সোজা সাপটা কথা বলি, স্ট্রেইট ফরোয়ার্ড, অত ভনিতা জানিনা" তাহলে আপনাকে আমার কিছু বলার নেই। কোন কথাটা কোথায় কখন কিভাবে বললে সর্বোত্তম রেসাল্ট আসবে এই জ্ঞান থাকাটা খুব

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

জরুরি। তবে অনেকে রেসাল্ট চায় না। শুধুই তর্কে জিততে চায়।

৫- সে কেন আমাকে বোঝেনা। নাহ, বোঝেনা সে বোঝেনা, জাতীয় সমস্যা। আমার একসময় মেইন সমস্যা ছিলো এটা। সময় আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে আমি তাকে বুঝি এরচেয়েও কম। একটা দুই বাচ্চার মা সারাদিন ঘরে বসে কি করে এটা বোঝা একটা পুরুষের পক্ষে সম্ভব না, দরকারই বা কি বুঝানোর। যদি বলতে আসে সারাদিন ঘরে বসে করো কি? মুচকি হেসে বলে দেন "ও তুমি বুঝবে না"। ভুল ধরছে? ভালোত, একটা সারাক্ষন ভুল ধরার মানুষ থাকা খারাপ কিছুনা। নিজেকে শোধরানোর কি সুন্দর সুযোগ!

৬- আমরা সবাই কমবেশী অলসতা নামক মহামারীতে আক্রান্ত। নিজেদের যত্ন নিন, সুস্থ থাকুন, আর ধুমিয়ে কাজ করুন। কাজ শেষে ভাববেন না এত কাজ করলাম কেউ তো কৃতজ্ঞ হয়না। বরং নিজে কৃতজ্ঞ হোন, আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার কাজগুলো করতে পেরেছি। একটা যায়গা তো আছেই যেখানে সব প্রতিদান জমা থাকে। যেখানে অবিচার হবেনা কারো সাথেই।

৭- মানুষের খারাপ আচরন ইগ্নোর করবেন কিভাবে? শশুরবাড়িতে কেউ একটা বাজে কথা বলল? প্রথমেই ইগ্নোর করার দরকার নেই। ভেবে দেখেন আপনি সত্যিই এই ভুলটা করেন কিনা। যদি করেন সাথে সাথে স্বীকার করে নেন। হ্যা এরকম তো হওয়া উচিত না, আমিও ভেবেছি, এই এই কারনে পারছিনা। চেষ্টা করবো। কিছু না বলে চুপচাপ থেকে ভেতরে ভেতরে গজগজ করবেন না। আর যদি ভুলটা আপনার মধ্যে না থাকে? তাহলে তো কোন কথাই নেই। যে খারাপ আচরন করছে এটা তার সমস্যা। সে অবুঝ।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

নিজের ভুল বুঝতে পারছেনা। তার জন্য দোয়া করে দেন। আল্লাহ উনাকে তুমি বুঝ দিয়ে দাও।

৮- শাশুরিকে বশ করার মন্ত্র বলে দেই আসেন। অল্প বয়সী শাশুরিকে বশ করবেন প্রশংসা দিয়ে। তার কর্মদক্ষতা, রান্না, ম্যানেজমেন্টের প্রশংসা করুন। শিখতে চান। সংসারের বিষয়ে উনার পরামর্শ নিন। মাঝে মাঝে উনার ছেলের নামে বিচার দেন। জামাইর কাছে শাশুরির বদনাম করার চেয়ে শাশুরির কাছে জামাইর বদনাম করা অধিক ফলপ্রসু। সিরিয়াস বিচার না, সে তো আমি বললে শুনে না আপনি বললে শুনবে এই টাইপের বিচার।শাশুরি স্বস্থি পাবে যাক, ছেলে তাহলে পুরোপুরি বউয়ের হয়ে যায়নি, বউয়ের সাথেও উল্টাপাল্টা করে।

আর শাশুরি যদি বয়স্ক হয় তাহলে শুধু গল্প করেন উনার সাথে। সময় দেন উনাকে। বৃদ্ধ বয়সে সবাই খুব লোনলি ফিল করে। নিজের ছেলেমেয়েরাও পাশে থাকেনা। উনাকে শুধু বলবেন ছোটবেলার গল্প বলতে, বিয়ের সময়ের গল্প বলতে, একবার উস্কে দিয়ে এরপর শুধু চুপচাপ বসে থাকবেন। দেখবেন কিভাবে বলে যাবে। শুনতে শুনতে একসময় দেখবেন আপনি আপনার খারুস শাশুরির প্রেমে পড়ে গেছেন।

৯- সবচেয়ে শেষ এবং সবচেয়ে জরুরি টিপস, আমল জোরদার করুন। রবের সাথে সম্পর্ক মজবুত করুন। সকাল সন্ধ্যার আমল মিস দিবেন না। দৈনিক তিলাওয়াত মিস দিবেন না। ইনশাআল্লাহ কোন বদনজর কোন ব্ল্যাক ম্যাজিক সংসারে অশান্তি আনতে পারবেনা। বাচ্চাদেরকে এবং স্বামীকেও নজরের দোয়া পড়ে পড়ে ফু দিয়ে রাখবেন। নিজের এবং সন্তানদের মধ্যে আমলের অভ্যাস গড়ে তুলবেন। স্বামীর সাথে আমল নিয়ে ঘ্যান ঘ্যানানো

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

যাবেনা। সে আপনার অধীনস্ত না। তার জন্য আপনি জিজ্ঞেসিত হবেন না। তার জন্য শুধু দুয়া করবেন। সে হয় আপনাকে দেখে বদলাবে আর না হয় আপনার দুয়ায় নিজে নিজে বদলাবে। আপনার কথায় কখনোই বদলাবে না। বরং কথার দ্বারা হিতে বিপরীত হবার রেকর্ড বেশী। .

সবগুলো টিপস নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেয়া। জানিনা সব মিলিয়ে কার কতটুকু উপকার হবে। একটা সুখের মুহূর্তও যদি কারও সংসারে আসে আমার লেখা সার্থক। এই লেখা গুলো এখানের জন্যই। সেকুলারদের এগুলো দেখিয়ে মার খেতে যাবেন না। স্বামীর আনুগত্য কেন করতে হবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতেই ভিমড়ি খাবেন। এখানে আশা করি এমন প্রশ্ন কারো মাথায় নেই। সবার জন্য অনেক অনেক দুয়া আর ভালোবাসা।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

তন্ময় ভাইয়ের লেখা

'হাতাহাতি' এর বৈধতা

বর্তমানের ছেলেমেয়েদের ফ্রেন্ড কালচারটা এমন, একটা ছেলে একটা মেয়ের সাথে হাত ধরাধরি করে হাটছে, একজনের অপরজনের কান মলে দিচ্ছে কিংবা মাথায় চিমটি কেটে দিচ্ছে ।

কখনও বা, 'দোস্ত তুই যা দুষ্টু রে..' বলে পিঠে থাবা দিচ্ছে।মোট কথা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে 'জাস্ট ফ্রেন্ড' নামে 'হাতাহাতি' প্রথা চলছে।

আজ ক্লাসমেটের নাম করে ছেল মেয়েরা একে অপরের গায়ে হাত দিচ্ছে, টাচ করছে, এর নাম প্রগতীশীলতা।এর বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলে আপনি হবেন রুচীহীন, হীন মন্য, ক্ষ্যাত, সেকেলে, ঋনাত্মকমনা।

আবার অনেক মেয়ে তার ছেলে বন্ধু কে দিয়ে নিজের ফটো তুলাবার সময় কখনও ওড়না এভাবে নেয় তো কখনও ওভাবে নেয়, কখনও বা নেয়ই না।

কখনও বা শুয়ে, কখনও বসে গড়াগড়ি দিয়ে কত রকম পোজ দিচ্ছে !

একটুও বিবেক কাজ করেনা।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

আর অন্যদিকে ছেলে ফ্রেন্ডটাও লেন্স হাতে ফোকাসের নামে কি ফোকাস বা জুম করছে আল্লাহ তায়ালা জানেন আর সে নিজে। আমরা আন্দাজ করতে পারি।অনেকে আমার কথায় রাগ করবে। অনেকে এমনও বলেছে,

"ভাইয়া, হাত ধরা কি খারাপ কাজ? আমরা তো 'জাস্ট ফ্রেন্ড' হিসেবেই হাত ধরি"

এই 'জাস্ট ফ্রেন্ড' কালচার শুরুর উদ্দেশ্যই তো একটা-

হাতাহাতির 'বৈধতা'।

অর্থ ৎ।একটা মেয়ের গায়ে ইচ্ছা হলেই আপনি হাত দিতে পারবেন না, তার প্রেমিক হলে পারবেন, শুধু হাত দিতেই না অনেক কিছুই করতে পারবেন। কিন্তু তাও তো মাত্র একজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

কিন্তু জাস্ট ফ্রেন্ড হলে সুবিধে টা দেখেন, আপনি কিন্তু আপনার ক্লাসের প্রায় সব মেয়ের গায়ে যখন তখন বিভিন্ন উছিলায় হাত দিতে পারবেন।

বয়ফ্রেন্ড হবার থেকে তাই জাস্ট ফ্রেন্ড হওয়া বেশি লাভের এক দিক দিয়ে। হাতাহাতি সুনির্দিষ্ট একজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না। সবার সাথেই হলো।একটা পৈশাচিক আনন্দ!

ধরুন ক্লাসের একটি মেয়ের গায়ে আপনি হাত দিতে চাচ্ছেন, মেয়েটা দেখতে অনেক সুন্দরী, নিজের করে পেতে ইচ্ছে করছেন, স্বপ্নে কুবাসনা আঁকছেন কিন্তু তার সাথে আপনি প্রেম করতে পারছেন না।

এখন একটাই উপায় - টু বি এ 'জাস্ট ফ্রেন্ড'.

জাস্টফ্রেন্ড হবার উছিলায় তার সাথে হ্যান্ডশেক করলেন। ব্যস, হাত

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

ছোয়াছোয়ি হয়ে গেল।

তার হাতের ঘড়ি দেখার উছিলায় হাত ধরে বলবেন

"তোর ঘড়িটা তো অনেক সুন্দর!"

এরপরে মেয়েটির হাত ধরেই দশ মিনিট ধরে সেই ঘড়ি নিয়ে গবেষনা করতে পারবেন। কেউ বাঁধা দিবে না, মেয়েটিও না, মেয়েটিও তো মজা পাচ্ছে। সে বাঁধা দিবে কেন?

কেউ যদি জিজ্ঞেস করে তোমাদের মাঝে কি চলছে? সাথে সাথে অকপট জবাব, 'আমরা জাস্ট ফ্রেন্ড'

আমাদের মধ্যে ওসব নোংরা কোন ফিলিংস কাজ করে না।

তাহলে প্রশ্ন উঠে,

আচ্ছা ভাই/আপু আপনি কি নপু সক?

ফিলিংস কাজ করে না, মানে কি?

ধর্মীয় ইস্যু নাহয় সাময়িক ভাবে সাইডে রাখলাম। মনোবিজ্ঞান বা মেডিক্যালীয় থিওরী যেভাবেই যুক্তিতে যান, প্রমাণিত হবে,

[০১] আপনিএকজন ডাহা মিথ্যাবাদী না হয়

[০২] একজন খাঁটি নপু সক ।

যেকোন একটা অপশন আপনাকে বেছে নিতে ই হবে।

উত্তর [১] হলে এইসব *চ্চামি ছাড়ুন, আপনারও বোন আছে এভাবেই কেউ

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

জাস্ট ফ্রেন্ড উছিলায় হাতাহাতি করবে, বোন না থাকলে ভবিষ্যতে মেয়ে আছে। পাপ কিন্তু ফিরে আসে কোন না কোন ভাবে।

আল্লাহকে ভয় করুন। বিবেক প্রয়োগ করুন।

আর উত্তর [২] হলে চিকতসকের স্মরণাপন্ন হউন। হারবাল চিকিতসাও নিতে পারেন। প্রায় পোস্টারিং দেখি রাস্তা ঘাটে কিসব ফাইলে যথেষ্ট । আপনাদের জন্যই পারফেক্ট হবে ।

আফসোস এখানে যে, ছেলেরা তো মজা নিতেই চাইবে, মেয়েরাও মজা দিতে পছন্দ করে।

তোমাদের এই ফ্রেন্ডশিপ কালচারের প্রতি কেবলই ঘৃণা।ইয়া রব! ক্ষমা করো এবং রক্ষা করো আমাদেরকে এবং আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকেও এই জাস্ট ফ্রেন্ড নামক জাহেলিয়াতি থেকে।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

তন্ময় ভাইয়ের লেখা

মৃত্যুপথযাত্রী

মৃতু পথযাত্রী" ট্যাগ পাবার জন্য ডাক্তার কর্তৃক ক্যান্সার বা কোন নিশ্চিত মৃতু আনয়নকারী রোগের সার্টিফাইড রোগী হওয়া লাগে। অথচ,

যেদিন জন্মেছি সেইদিন থেকেই তো মৃতু পথযাত্রী। জন্মের দিন যে আজান কানে শুনে নিয়েছি তার জানাজার নামাজ হবে একদম জানাজার নামাজ। আজান ও ওয়াক্তের মধ্যবর্তী সীমান্য সময়টুকুই তো জীবন।

একজন মানুষকে যখন ডাক্তার প্রেসক্রাইব করে দেন যে, সে এমন কোন রোগে আক্রান্ত যে আগামী কয়েকমাস বা বছর বাচবে তারপর সে মরতে চলেছে, কেমন হবে তখন তার আচরণ ?

তখন থেকে সে মৃতু র প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে দিবে, তার মুখের হাসি চলে যাবে ,সে খুব গম্ভীর হয়ে যাবে।

ব্যাকুল হয়ে মনে করার চেষ্টা করবে, কারোর সাথে কোন দেনাপাওনা আছে কিনা থাকলে তা পরিশোধ করবার, কারোর প্রতি অন্যায় করে থাকলে ক্ষমা চেয়ে নিবে, হয়ত চাইবে শেষদিন গুলো যতটা বেশি সম্ভব মসজিদে

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

কাটানোর , কোরআন নিয়ে পড়ে থাকার, সে যদি তরুন হয় তবুও রক্তের তেজ থাকবেনা ,কথায় কথায় রক্ত গরমও হবে না। কেউ তাকে একশন দেখালেও রিএকশন থাকবেনা তার, অনেক সহনশীল হয়ে যাবে।

সে বিশাল প্রভাবশালী হলেও প্রভাব খাটানোর মানসিকতা তখন থাকবেনা, ভালো লাগবেনা কোন হট থ্রিলার মুভি দেখতে কিংবা ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকে স্টেডিয়াম/ টেলিভিশনে খেলা দেখতে (কারন এখন সেকেন্ডই তার কাছে অনেক মুল্যবান)

অরিজিত সিং এর ভক্ত কোন ছেলেরও আগ্রহ থাকবে না অরিজিত সিং এর নতুন কোন গানের আপডেট আছে তার খোজ রাখতে !!

সে চাইবে জীবনের শেষ কয়টা দিন বাবা-মা-ভাই-বোন-স্ত্রী-সন্তান তথা পরিবারের সাথে কাটানো, তাদেরকে সময় দিতে। কারন সে কয়দিন পর সবাইকে ছেড়ে চলে যেতে যাচ্ছে।

সে কী সব বাদ দিয়ে ক্যারিয়ার বিল্ড আপ এর চিন্তা করবে ? কিংবা অর্থের পেছনে ছোটা অব্যহত রাখবে ? রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক ক্ষমতা প্রতিপত্তি লাভের নেশায় মত্ত থাকবে ? পরিবার পরিজন বাদে সোস্যাল নেটওয়ার্কেই দিন রাত পড়ে থাকবে ?

আর এখন এইসবের সময়ই বা কোথায় ?

মাথায় চিন্তা যে আল্লাহ এর কাছে জবাবদিহিতা দিতে চলেছে বিগত জীবন কিভাবে কাটাল সেটার প্রসংগে।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

আল্লাহ এর কাছে গুনাহ মাফ ছাড়া আর কিছু চাইবারও নেই। একদম শেষ মাস টা তে সে প্রতিটা পদক্ষেপ নেবার আগে অন্তত হাজার বার ভাববে, এতে তার স্রষ্টার নফরমানী হবে না তো ? নতুন কোন গুনাহ আমলনামায় যুক্ত হবে না তো ?

সকল চিন্তাই এখন কবর-হাশর-আখেরাত-পুলসিরাত ভিত্তিক !!

আসলে কথা গুলো শুনতে যত বেশি ইমোশনাল, যত কষ্টের তার থেকে অনেক বেশী হাস্যকর।

সবাই জানি আমরা মারা যাবো, মানে যাবোই যাবো এই ব্যাপারে কোন দ্বিতীয় অপশন নাই।

প্রতিদিন প্রতি সেকেন্ডে, একটু করে মৃত্যর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি মানে সবাই মৃতু পথযাত্রী। কিন্তু সবাই এই বাস্তব কঠোর সত্যটা কে ভুলে থাকি বা থাকতে চাই। আমরা ভাবতে চাইনা ততক্ষন, যতক্ষন নিজের মৃতু ন্যা আসে, আর একবার এসে গেলে যে আর ভাববার সময় নাই সেটা ভাবনায় নাই।

..আরে,

ক্যান্সার রোগীও তো তুলনামুলক অনেক সেইফ, যে ডাক্তার তাকে তার বাচার "সম্ভাব্য" সীমাটকু অনুমান করে বেধে দিয়েছে , সে প্রস্তুতি নেবার নগন্য সময় টুকু পেল, আর আমাদের তো কোন সীমা নাই, হতে পারে আজকের রাতই শেষ রাত, হতে পারে আজ সকালেই ঘুম থেকে ওঠা শেষবারের মত ওঠা, অথবা রাতে ঘুমালাম আর ওঠলাম একেবারে হাশরের ময়দানে ??

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

হতেও পারে আজ বালিশে মাথা রাখায় শেষ মাথা রাখা, আজ রাতের খাওয়াই শেষ খাওয়া !!

আমরা তো মৃত্যুর সার্টিফিকেটে সার্টিফাইড হয়েই জন্মেছি। যেখান থেকে এসেছি সেখানেই ফিরে যাবো। ভুলে গেছি, স্রেফ ভুলে আছি।

নিশ্চিত মৃত্যুর সময় যে খুব বেশি অনিশ্চিত।

"মরণ তোমাদেরকে ধরবেই, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভিতর অবস্থানকর না কেন”। [নিসা :৭৮]

" মৃত্যু যন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে। এ থেকেই তুমি টালবাহানা করতে।" [ক্বাফঃ১৯]

মৃত্যু কোন পূর্ব ওয়ার্নিং ছাড়াই যেকোন সময় চলে আসতে পারে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রস্তুতি রাখার ব্যাপারে যেন রহম করেন।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

শিহাব তুহিন ভাইয়ের লেখা

তুমি চাঁদের মতো সুন্দর

তুমি দেখতে চাঁদের মতো।"

এখন এটা খুব সস্তা একটি ডায়লগ। যে কারো মুখ থেকে যে কারো জন্যেই হুট করে বের হয়ে যায়। ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়।

তবে প্রথম যিনি এই উপমাটি ব্যবহার করেছিলেন সেটা কত অসাধারণ এক ডায়লগ ছিল তা চিন্তা করাও কঠিন। যাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, তিনি যতোই রূপবতী হোক না কেন সামান্য এই কথায় যে গলে গিয়েছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। আর এখন? সাধারণ চেহারার কোনো নারীকে এ কথা একবারের জায়গায় দুইবার বললে মুখ ঝামটা মেরে বলবে, নতুন কিছু বলতে পারো না? যত্তসব!

নতুন কিছু বলা আসলেই কঠিন। আমাকে কারো চেহারা নিয়ে মন্তব্য করতে বললে আমি ভাঙ্গা ভাঙ্গা আরবি নিয়ে সর্বে চ্চাবলতে পারব-

তুমি না দেখতে অনেক সুন্দর!

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

কিংবা-

তোমার মুখখানি চাঁদের মতো।

এরপর নতুন কিছু বলতে বললে আমার কবিত্ব নীরব হয়ে যাবে। আমি তো আর ভারতচন্দ্র না যে বলব-

“কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা

পদনখে পড়ে আছে তাঁর কতগুলা।”

অর্থ ৎ,া কে বলে তার মুখখানি শরতের চাঁদের মতো। এমন কতগুলো চাঁদ তো তার পায়ের নখের সমানও না। সন্দেহ নেই, প্রশংসা করতে গিয়ে কবি বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। বাড়াবাড়ি করাই কবিদের অভ্যেস। আল্লাহর রাসূল (সা)- তাঁকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। না হয় সাহাবিদের মুখেও হয়তো ভারতচন্দ্রের চেয়ে হাজারগুণ সুন্দর কবিতা আমরা শুনতাম রাসূল (সা)-এর মুবারকময় মুখের প্রশংসায়। আর সত্যি বলতে কী, অনেক প্রশংসা করলেও তা যথেষ্ট হতো না। বাড়াবাড়ি তো পরের কথা।

পৃথিবীতে চাঁদ নিয়ে বহু কবিতা রচিত হয়েছে। কতো ভাষায়, কতো ছন্দে! মেয়েরা যে লিখেনি তা না, তবে বেশিরভাগই লিখেছে ছেলেরা। ছেলেরা বরাবরই রূপের প্রশংসায় অত্যন্ত উদার। এক মেয়েলী ঢঙ্গের কবিতা পেয়েছিলাম যেখানে মেয়েটা বলছে-

“এক অন্ধও সামনে এলে তোমার প্রতি ভালোবাসা দেখবে আমার

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

মুখখানিতে,

নেই কোনো চন্দ্র তোমার মুখের মতো, কী ওপারে, কী এই পৃথিবীতে।”

পরে দেখি কবিতাটি জালাল উদ্দিন রুমির লেখা। উনি নিজেই মেয়েলী ঢঙ্গে কবিতাটা লিখেছেন। আবেগের বশে স্ত্রীকে চাঁদের সাথে তুলনা করতে গিয়ে বিপদে পড়ার ইতিহাসও আছে। এক ব্যক্তি একবার রোমান্সের ঠ্যালায় স্ত্রীকে বলে ফেলল-

“তুমি অবশ্যই চাঁদের চেয়েও সুন্দর। (যদি না হও, তবে যাও) তোমার তিন তালাক হয়ে গেছে।”

এদিকে স্ত্রী সত্যি উঠে তার কাছ থেকে পর্দ কারা শুরু করল। বলল-

“তুমি আমায় তালাক দিয়ে ফেলেছো!”

এ কথা শুনে তো স্বামী বেচারার অবস্থা খারাপ। ছটফট করে সে পুরো রাতটা কাটালো। পরদিন খলিফার দরবারে ছুটে গেলো। খলিফা ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করার জন্য ফকীহদের ডেকে পাঠালেন। সব ফকীহ মত দিলেন যে, তালাক হয়ে গেছে। একজন বাদে। তিনি ছিলেন ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর সাথী। তাকে এ ব্যাপারে মত জিজ্ঞেস করা হলে উনি কুরআনের আয়াত পড়া শুরু করলেন

আর রহমান ও রহিম আল্লাহর নামে। শপথ তীন, যায়তুন ও তুর পর্বতের। আরো শপথ এই নিরাপদ নগরীর। অবশ্যই মানুষকে আমি সৃষ্টি করেছি

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

সুন্দরতম অবয়বে।” (সূরা তীন ৯৫:১-৪)

তারপর তিনি বললেন-

“হে আমিরুল মুমিনীন! তাই মানুষই সবচেয়ে সুন্দর। মানুষের চেয়ে কোনো কিছুই অধিক সুন্দর নয়।” (তাফসীরে কুরতুবি, ২০/১১৪)

আব্দুল্লাহ নজীবের বইতে স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে রোমান্টিক ডায়লগ পড়েছিলাম। যেখানে স্ত্রী স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলছে (নিজের মতো অনুবাদ করছি)-

“ওগো! তুমি না দেখতে চাঁদের মতো।”

মেয়েরা প্রশংসায় ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে থাকবে, তাতো হতেই পারেই না। স্বামী একটু পরেই বউকে ক্লীন বোল্ড করে বলল-

“চাঁদের আলোতে আছে যতো কারুকার্য,

তা সবই তোমা থেকে পাওয়া, হে সূর্য!”

এগুলোও নিঃসন্দেহে অত্যুক্তি। তবে একজন কিন্তু ছিলেন সত্যিই চাঁদের চেয়ে সুন্দর। তিনি মুহাম্মাদ (সা)। সাহাবি জাবির (রা) তাই বলেছিলেন, “আমি জ্যোৎস্নাস্নাত একরাতে রাসূল (সা)-কে দেখলাম। আমি একবার তাঁর দিকে তাকালাম আরেকবার তাকালাম চাঁদের দিকে। তাঁর গায়ে ছিল লাল পোশাক।”

সে পোশাকে রাসূল (সা)-কে দেখে তিনি বললেনঃ

“আমার কাছে তাঁকে চাঁদের চেয়েও বেশি সুন্দর লাগছিল।” (তিরমিযী, হাদিস নংঃ ২৮১১)

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

শুধু জাবির (রা) না, সব সাহাবিরাই রাসূল (সা)-এর চেহারায় চাঁদের সাদৃশ্য খুজেঁ পেতেন। তিনি তো সত্যিকার অর্থেই চাঁদের চেয়ে সুন্দর ছিলেন। কা'ব ইবনে মালিক (রা)- এর ভাষায়ঃ

"রাসূল (সা) যখন আনন্দিত থাকতেন তখন তাঁর মুখখানি ঠিক যেন একফালি চাঁদের ন্যায় দ্যুতি ছড়াত।" (সহীহ বুখারি, হাদিস নংঃ ৩৫৫৬)

হাদিসের কথাগুলো পড়লে আকুলতা জাগে। তাকে এক নজর দেখার ইচ্ছে জাগে। এ ইচ্ছার মধ্যেও সওয়াব রয়েছে। রাসূল (সা) বলেছেন, "এ উম্মাতের মধ্যে আমি তাদেরকে সবচেয়ে ভালোবাসি, যারা আমার পরে আসবে। কিন্তু তারা প্রত্যেকে আমাকে শুধু এক নজর দেখার জন্য এতোটাই আকুল থাকবে যে, নিজের পরিবার এবং সম্পদের বিনিময়ে হলেও তা কামনা করবে।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস নংঃ ২৮৩২)

স্বপ্নে সম্ভব হলেও বাস্তবে তো আর তাঁকে দেখা সম্ভব না, তাই আশা রাখি এই ভালোবাসার বদৌলতে আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা চাঁদের চেয়েও সুন্দর ঐ মুখখানিকে দেখার সৌভাগ্য দান করবেন।

দুনিয়ার কতো ত্রুটিপূর্ণ চেহারাকে আমাদের চাঁদের মতো মনে হয়। বাস্তবিকই যিনি চাঁদের চেয়ে সুন্দর ছিলেন তাঁকে দেখার অনুভূতি নিঃসন্দেহে বর্ণনাতীত হবে।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

শিহাব তুহিন ভাইয়ের লেখা

মৃত্যু

একটা বিষয় ঘটবে। ঘটবেই ঘটবে। কারো এ বিষয়ে কোনো মত-পার্থক্য নেই। কী আস্তিক-নাস্তিক, কী ধনী-গরীব, কী পাপী-দরবেশ; কারো মধ্যেই নেই।

কী সেটা?

মৃতু ।্য

অথচ আমরা সবাই এমনভাবে চলি যেন কখনোই এটা ঘটবে না। আমরা অনন্তকাল বাঁচব। তাই শক্তি থাকতে যা মন চায় করি। চিন্তা করি, মৃতু ন্িয়ে চিন্তা করা বুড়ো মানুষের কাজ। বয়স হলে হজ্জ্ব করে, দাড়ি রেখে তখন ভাবা যাবে। হাসান-আল বসরী (রহ) বলতেন-

আমি মৃতু র্যমত এমন কোনো নিশ্চিত বিষয় দেখিনি যাতে কোনো সন্দেহ নেই অথচ (সবাই ব্যাপারটাকে এমনভাবে নেয়), যেন এটা ঘটার ব্যাপারে (তাদের মনে) সন্দেহ আছে।” (বাদায়িউল ফাওয়াইদ, ১/৪৮)

অর্থ ৎ,া সবাই জানে মৃতু আ্যসবে। মরতে হবে। অথচ আমাদের আচরণ

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

দেখলে, মৃতু র ্যব্যাপারে আমাদের অনুভূতি শুনলে মনে হয়- মৃতু এ্কটি অনিশ্চিত বিষয়। আসলেও আসতে পারে।

মৃতু , যে্টা এমনকি রাসূল (সা)-কেও অনেক কষ্ট দিয়েছে। মৃতু র স্ময় তিনি তার হাত পানিতে চুবিয়ে চেহারায় বুলিয়ে দিচ্ছিলেন যন্ত্রণা কমানোর জন্য। আর বলছিলেন-

"আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নেই। সত্যিই মৃতু -যন্ত্রণা (বড়ই) কঠিন।" (সহীহ বুখারি, হাদিস নংঃ ৬৫১০)

মৃতু র স্ময়ের কষ্টের কথা বলতে গিয়ে আমর ইবনুল আস (রা) বলেছিলেন-

"(মনে হচ্ছে) যেন আসমান যমীনের ওপর পতিত হয়েছে আর আমি এই দুইয়ের মধ্যে (আটকা পড়ে) আছি।" (আল কামিলু ফিল লুগাত ওয়াল আদাব, ১/২১৩)

আল্লাহর রাসূল (সা), আর তাঁর সাহাবিদের এই কষ্ট সহ্য করতে হলে আমাদের মতো পাপীদের কী পরিণতি হবে?

মৃতু র ্কথা কবরের কথা মনে হলে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কেঁদে কেঁদে তার দাড়ি ভিজিয়ে ফেলতেন। বলতেন-

"হায়! আমি যদি শূন্যে মিলিয়ে যেতাম। হায়! আমার মা যদি আমায় জন্ম না দিতেন। হায়! আমি যদি (মানুষের স্মরণ থেকে) বিস্মৃত হয়ে যেতাম।" (মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা, হাদিস নংঃ ৩৪৪৮০)

মৃতু - খু্ব বেশি দূরে কি? যদি আল্লাহ তা'আলা গড় আয়ু পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখেন তবে সেদিন শুরু করা জীবনের প্রায় অর্ধেক আয়ু কি শেষ হয়ে যায়নি? ঠিক

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

সেভাবেই বাকি অর্ধেক শেষ হয়ে যাবে।

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন-

“আনন্দ ধ্বংসকারী মৃত্যু কে বেশি বেশি স্মরণ করো।” (ইবনে হিব্বান, হাদিস নংঃ ২৯৯৪)

মৃত্যু মানে ঘুমিয়ে পড়া নয়, চিরনিদ্রায় শায়িত হওয়া নয়, সারাজীবন আল্লাহর সাথে শত্রুতা করে ওপারে ভালো থাকাও নয়, রেস্ট ইন পিসের মতো সস্তা ডায়লগও নয়। এসব বস্তাপচা ডায়লগ বস্তুবাদী সাহিত্য আমাদের গিলিয়েছে। যেন মৃত্যু কে আমরা সহজভাবে নেই। ভুলে থাকতে পারি। যেন মৃত্যু আমাদেরকে গুনাহ থেকে দূরে না রাখে। সমবয়সী কেউ, একেবারে কাছের কেউ মরে গেলেও সে স্মৃতি একদম সহজে মুছে ফেলতে পারি।

মৃত্যু হচ্ছে আমাদের জীবনের সবচে’ কঠিন রিয়েলিটির একটি। মাত্র একশ বছর আগে আমার নাম কেউ জানত না। আর একশ বছর পরেও মানুষ আমাকে মনে রাখবে না। পৃথিবীতে আমি থাকব একটি কবর হিসেবে। তাও সে কবরে কিছুদিন পর আরেকজনকে শায়িত করা হবে। মৃত্যু র কথা মনে হলে অন্তরের ইগোগুলো ঝেড়ে ফেলা যায়। হাত দিয়ে, মুখ দিয়ে যারা কষ্ট দিয়েছে, কষ্ট দিচ্ছে- তাদের ক্ষমা করা যায়। নিজেও সহজে ক্ষমা চাওয়া যায়।

মৃত্যু - খুব বেশি দূরে নয়। সামান্য সামনেই।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

শিহাব তুহিন ভাইয়ের লেখা

জীবন সাথী

আপনার সম্পর্কে কম-বেশি শুনেছি। শুধু একটাই জিজ্ঞাসা আছে। আপনার প্রিয় এমন কোনো দু'আ আছে কি যেটা পড়লে অন্তরে শিহরণ জাগে?

প্রশ্নটা কানের মাঝে খুব অদ্ভুত ঠেকল। অথচ প্রশ্নটা কিন্তু এত অদ্ভুত না। অদ্ভুত ঠেকেছে কারণ প্রশ্ন শুনে মেয়েটা অবাক হয়েছে। এর আগে কতো ছেলেই তো তাকে দেখতে এসেছে। কই! কেউ তো এমন প্রশ্ন করেনি।

বরং জিজ্ঞেস করেছে, ক'পদ রাঁধতে পারেন? স্বামী, শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সেবা করতে অনীহা নেই তো? ঘরের কাজ-কর্ম করতে পারেন? শেষে জিজ্ঞেস করতে হয় বলেই জিজ্ঞেস করা- সালাত নিয়মিত পড়েন? নিকাব কি সবসময় পরেন?

কেউ তো আরো এক ধাপ সরেস। মেয়ে আত্মীয়দের দ্বারা তাকে হাঁটিয়েছে। চুল, দাঁত, পা- সব পরখ করিয়ে নিয়েছে। খুব কান্না পেলেও পাত্রপক্ষের সামনে হাসিমুখে এসব করা লাগে।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

কিন্তু এবারের ছেলেটা আলাদা। কত সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছে! কাঁপা কাঁপা গলায় মেয়েটা জবাব দিল,

‘আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা হুব্বাক। ওয়া হুব্বা মান উহিব্বুক............ ।”

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার ভালোবাসা চাই। তার ভালোবাসাও চাই যে তোমাকে ভালোবাসে...।”

অনেকক্ষণ হয়ে যাবার পরেও মুখের পর্দা সরাচ্ছে না দেখে ছেলেটা একসময় বলেই ফেলল, চলুন একসাথে চা খাওয়া যাক।

ইঙ্গিত স্পষ্ট। কিন্তু তারপরেও মেয়েটা মুখের কাপড় সরাল না। ধারালো গলায় বলল, আমার কাছে খুব অপছন্দ সব জায়গায় মেয়ে দেখে বেড়ানো...।

ছেলেটার এক কথায় জবাব, এটা রাসূলের সুন্নাহ।

- কিন্তু চেহারাই কি সব কিছু?

- না চেহারা সব কিছু না। আবার কিছুই না এমনো না। কোনো ছেলে যদি বলে, তার কাছে মেয়েদের চেহারা কোনো ম্যাটারই করে না, তবে ভালো সম্ভাবনা আছে সে মিথ্যা বলছে। মেকি ভালো মানুষ সাজার চেষ্টা করছে। আমি আপনার সামনে আমার মিথ্যা মূর্তি দাঁড় করাতে চাই না। আমি যা তাই-ই প্রকাশ করতে চাই।

কী স্পষ্ট আর বলিষ্ঠ জবাব। মেয়েটা মুগ্ধ হয়। ছেলেটাও মেয়ের এসব রূঢ়তা দেখার পরেও কেন যেন তাকে পছন্দ করে ফেলে। বিয়ে হয়ে যাবে এমন ভাব। হুট করে বাধ সাধেন মেয়ের বাবা। পাশের বাড়ির মকবুল

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

সাহেব নিজের ইন্টার ফেইল মেয়েকে বিসিএস ক্যাডারের সাথে বিয়ে দিয়েছেন। আর তার মেডিকেল পড়ুয়া ডাক্তার মেয়েটার হবু জামাই কিনা একটা প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকরী করে! সরকারী না হোক স্বায়ত্তশাসিত হলেও তো একটা কথা ছিল! না হবে না। বিয়ে ক্যান্সেল।

অন্য একটা গল্প বলি। এক লেখকের গল্প। লেখকের গল্প বলছি বলে আমার গল্প মনে করবেন না যেন। গল্প তো গল্পই। খুব জনপ্রিয় না হলেও সামান্য কিছু মানুষ সে লেখককে চেনে। তার সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা রাখে। আর এতেই তার খুব ভয় হয়। কারণ, সে জানে মানুষ তার সম্পর্কে যেমনটা ভাবে তেমনটা সে নয়। আচ্ছা! যে মেয়েটাকে সে বিয়ে করবে সেও যদি এমন ভুল ধারণা নিয়ে বসে থাকে! কী ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার হবে! মনে হলেও গা শিউরে উঠে। ভালো হতো যদি এমন কাউকে বিয়ে করা যেতো, যে তাকে চিনেই না।

তেমন কাউকে না পাওয়া গেলেও একটু অন্যরকম একজনকে পাওয়া গেল। মুখোমুখি দেখায় মেয়েটা জিজ্ঞেস করল, আপনি তো সুন্নাহ নিয়ে অনেক লেখালিখি করেন। তাই না? আপনি কি রেগুলার তাহাজ্জুদ পড়েন?

সামান্য লজ্জা পেয়ে ছেলেটা জবাব দিল, আসলে চাকরীর প্রেশারে খুব একটা পড়া হয় না।

- আচ্ছা! ঠিক আছে। গেলো শুক্রবারে সূরা কাহফ পড়েছেন?

কান লাল করে ছেলেটা জবাব দিল, জ্বী না। পড়া হয় নি।

- আপনার এক্টিভিটি শুধু কি অনলাইনেই? অফলাইনে দাওয়াহ দেন মানুষকে?

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

ছেলেটার মনে হলো লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যায়। তাও মুখ হাসি হাসি করে জবাব দিল, আসলে নানান পরিস্থিতির কারণে সম্ভব হয়ে উঠে না।

শুধু এই তিনটি প্রশ্নের কারণেই মেয়েটাকে ভালো লেগে গেলো। মনে হলো, নাহ! মেয়েটা তাকে অনলাইন দেখে বিচার করে নি। বাস্তবেও কঠিনভাবে পরখ করেছে। তবে ছেলের ভালো লাগলেও ছেলের পরিবারের ভালো লাগল না। মেয়ে নাকি এতো সুন্দরী না, কথা একটু বেশি বলে! এখানে বিয়ে করা যাবে না। অন্য জায়গায় দ্যাখো! এই মেয়ের সাথে ছেলের বিয়ে হলে পাশের বাড়ির ভাবীদের কাছে, বোনেদের কাছে মুখ দেখানো যাবে না।

আচ্ছা ধরা যাক, প্রথম গল্পের মেয়েটার এক বিসিএস ক্যাডারের সাথে বিয়ে হয়ে গেলো। সে স্বামী শিক্ষায় যোগ্য হলেও চরিত্রে লম্পট। রোজ রাতে বউকে ধরে মারে। বাবা তখন মেয়েটাকে কী বলবেন? বলবেন, একটু মানিয়ে নে মা! এখনকার ছেলেরা একটু এমনি হয়। এসব গোপন রাখ। সবাই জানে, তোর বিসিএস ক্যাডারের সাথে বিয়ে হয়েছে। তুই অনেক সুখী! এসব জানলে মানুষ ছি ছি করবে।

কিংবা ধরা যাক, দ্বিতীয় গল্পের ছেলেটার এক বাঙ্গালী ককেশিয়ানের সাথে বিয়ে হলো। কিন্তু দেখা গেলো বিয়ের পর সাদা চামড়ার তেজস্ক্রিয়তায় কেউ মেয়েটার কাছে ভীড়তে পারছে না। ছেলের পরিবার তখন কী বলবে? তখন আর বলবে না, এই মেয়ে কথা এত বেশি বলে কেন? বরং বলবে, সুন্দরী মেয়েরা একটু জেদীই হয়। মানিয়ে নে বাবা!

অথচ দুই গল্পেই পরিবারের লোকজন জানত, তাদের ছেলে-মেয়ে কীসে সুখী হবে। তারা কী চায়। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার সেটার চেয়েও তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়, মানুষ কী বলবে? যখন তারা ভালোমতই জানে,

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

এই মানুষগুলো হয়তো প্রথমে একটু প্রশংসা করবে। তারপর? তারপর যখন সমস্যাগুলো আসতে শুরু হবে তখন কী তারা সমাধান করে দিয়ে যাবে?

তবে কেন এমন জীবনকে সাথে নিয়ে বাঁচা, যে জীবন তাদের নয়। মানুষ নিজেকে নিয়ে ভাববে এটাই স্বাভাবিক। কখনো কখনো আল্লাহর নির্দেশ কেয়ার না করে কীভাবে একটু বেশি সুখ কামানো যায় সেদিকে তার নজর থাকাটাও স্বাভাবিক। কিন্তু কেন এমন জীবন নিয়ে বাঁচা, যে জীবন না আল্লাহর জন্যে, না নিজের জন্যে। শুধু মানুষ কী বলবে সে জন্যে!

ইবনুল কায়্যিম (রহ) এদের দেখে বিদ্রুপের সুরে বলেছেন,

“ যে আল্লাহকে ছেড়ে নিজেকে নিয়ে পড়ে থাকে, সে বড়ো অভাগা। তার চেয়ে বড়ো অভাগা যে নিজেকে ছেড়ে শুধু মানুষকে নিয়েই পড়ে থাকে।” (আল ফাওয়াইদ, ১/৫৮)

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

শিহাব তুহিন ভাইয়ের লেখা

আল্লাহর পথে আহবান

এ বিষয়ে আমি অনেক কিছু জানি।

২। এ বিষয়ে আমি একেবারে কম জানি না।

৩। এ বিষয়ে আমি কিছু পড়াশুনা করেছি।

৪। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা সামান্য কিছু জানার তৌফিক দিয়েছেন।

চারটা আলাদা আলাদা বাক্য। যা বলার চেষ্টা করা হচ্ছে তাতে খুব বেশি পার্থক্য নেই। কিন্তু যেভাবে বলা হচ্ছে তাতে রয়েছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। প্রথম তিনটি বাক্যে রয়েছে কেবল আমি, আমি আর আমি। আর শেষ বাক্যটিতে নিজেকে উহ্য করা হয়েছে। সকল ক্রেডিট দেয়া হয়েছে তাঁকে, যিনি বাস্তবিকই সকল ক্রেডিটের মূল প্রাপক।

এখানে মূলত দুইটি এপ্রোচ ফুটে উঠেছে। সন্দেহ নেই, চাইলে প্রথম এপ্রোচে সবার সামনে জ্ঞান ফলানো যাবে। নিজেকে জাহির করা যাবে। কিন্তু মানুষের সাথে কানেক্ট হওয়া যাবে না। বরং মানুষকে আরো দূরে ঠেলে দেয়া হবে।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

ইব্রাহিম (আ)- এর উদাহারণটা দেখা যাক। তিনি কী সুন্দর করে বাবার সাথে কানেক্ট হওয়ার চেষ্টা করেছেন। প্রথমে বলেছেন-

"বাবা! তুমি তার ইবাদত কেন করো- যে দেখে না, শুনে না, এমনকি তোমার কোনো উপকারেও আসে না?" (সূরা মারইয়াম ১৯:৪২)

তারপর বলেছেন-

"বাবা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা তোমার কাছে আসেনি। তাই আমাকে অনুসরণ করো। আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব।" (সূরা মারইয়াম ১৯:৪৩)

ইব্রাহিম (আ) বলতে পারতেন, আমি হচ্ছি নবি। অনেক কিছু জানি আমি। তুমি মূর্খ মূর্তিপূজক এসবের কী বুঝবা? আমি যা বলি সেটাই চুপচাপ মেনে নাও।

না, তিনি এমনটা বলেননি। ইবনে কাসির (রহ) তার তাফসিরে লিখেছেন, ইব্রাহিম (আ) মূলত তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, "আমি তোমার ছেলে। কিন্তু আমার মধ্যে আল্লাহর দেয়া যে জ্ঞান আছে তা তোমার মধ্যে নেই।"

অর্থ ৎ,।আমি তোমার ছেলে, বয়সে তোমার চেয়ে ছোট। তাই তুমি ভাবতেই পারো, এই পুচকেঁ ছেলে আমাকে ধর্ম শেখাচ্ছে। কিন্তু আসলে আল্লাহ আমাকে কিছু বিষয় তাঁর নিজ অনুগ্রহে শিখিয়েছেন। আমার নিজে এসব জানার ক্ষমতা ছিল না। সেই জ্ঞান থেকেই তোমাকে এসব বলছি।

বিশাল জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার পরেও ইব্রাহিম (আ) যেভাবে নিজেকে সরিয়ে সকল কিছু আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করেছেন, তা তাঁর মহানুভবতা প্রদর্শন করে। আর তিনি তাঁর পরের সকল মানুষকে প্রাক্টিকাল এক

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

উদাহারণ শিখিয়ে গেলেন দাওয়াহ দেয়ার সময় কীভাবে মানুষের সাথে কানেক্ট হতে হবে। কীভাবে নিজের আমিত্বটাকে বিসর্জন দিয়ে যথাসম্ভব বিনয় প্রদর্শন করতে হবে।

আমি এসব পড়েছি, আমি এইসব জানি, আমি এখানে এখানে গিয়েছি, আমি এই আমলগুলো করি- এসব হয়তো একটা নির্দিষ্ট পর্যায়াপর্যন্ত শোভনীয়, গ্রহণীয়। কিন্তু একসময় মানুষের বাহবা পেতে পেতে এমন অবস্থা হয় যে, তখন নবি-রাসূলদের কথা, আমাদের সালাফদের কথা বলবার চেয়ে নিজের কথা বলতেই অনেকে বেশি আগ্রহবোধ করেন। এটা এমন এক রোগ যা আক্রান্ত ব্যক্তিও সহজে ধরতে পারে না। আর কেউ ধরিয়ে দিলেও সে মেনে নিতে পারে না। কারণ, বারবার আমিত্বের প্রদর্শন তাকে বানিয়েছে অহংকারী, স্বেচ্ছাচারী। উপদেশ শোনা, নিজের ভুলকে শুধরে নেয়ার মানসিকতা সে বহু আগেই বিসর্জন দিয়েছে।

এ অহংকার থেকে বাঁচতেই ইমাম শাফি'ই (রহ) বলতেন-

"মানুষ আমার কাছ থেকে (দ্বীনের) এই জ্ঞান নিবে কিন্তু বলবে না যে আমার কাছ থেকে নিয়েছে- এমনটাই আমি কামনা করি। এতে করে (আল্লাহর কাছ থেকে) আমি পুরস্কার পাবো (মানুষের) প্রশংসা ছাড়াই।" (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/২৫৩)

ইমাম শাফি'ই (রহ) যদি এভাবে আমিত্ব থেকে বাঁচতে চাইতেন, তবে আমাদের কীভাবে বাঁচতে চাওয়া উচিত? আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে 'আমিত্ব' নামক নার্সিজম থেকে বাঁচার তৌফিক দিন।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

‘নার্সিজম’- নামটা যার কাছ থেকে এসেছে সেই নার্সিসাসের পরিণতি নিয়ে মজার এক গল্প বলে শেষ করি-

গ্রীক রূপকথা অনুযায়ী, নার্সিসাস নামে খুবই হ্যান্ডসাম এক পুরুষ ছিল। নিজের রূপে-গুণে সে নিজেই সবসময় মুগ্ধ হয়ে থাকত। বনের সবচেয়ে সুন্দরী পরীর প্রেম নিবেদনও ফিরিয়ে দেয় নার্সিসাস। কারণ, নিজের সামনে কাউকেই যোগ্য মনে হয় না তার। তার মতো এমন কে আছে? একদম পার্ফেক্ট! নিখুতঁ।

একদিন প্রচণ্ড পিপাসা পেলে সে নদীর ধারে পানি পান করতে যায়। নদীর জলে নিজের প্রতিবিম্ব থেকে নিজের প্রেমেই পড়ে যায় নার্সিসাস। কিন্তু এমন হাস্যকর প্রেমের তো কোনো পরিণতি নেই। নিজেকে তো আর পাওয়া সম্ভব না। তাই কষ্টে অহংকারী নার্সিসাস আত্মহত্যা করে।

গল্পটা হাস্যকর মনে হলেও এতে শিক্ষার অনেক উপকরণ আছে। খুব বেশি আমিত্বে ডুবে থাকা এভাবেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে। আর মুসলিম হিসেবে এটা আমাদের জন্য আরো ক্ষতিকর।

সারাজীবন মানুষকে আল্লাহর পথে ডেকে যদি জাহান্নামের জ্বালানী হতে হয়, তবে এরচে’ দুঃখজনক পরিণতি আর কী হতে পারে?

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

সংগ্রহিত লেখা

কুরআনের জন্য কাঁদুন

ইয়ো ইয়ো টাইপের ছেলে। পরনে অধিকাংশ সময়ে থাকে হাফ-প্যান্ট। কানে হেড-ফোন। সেই ছেলেটাকেই যখন মসজিদে দু'হাত তুলে কাকুতি-মিনতি করে কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহকে ডাকতে দেখি, তখন হতভম্ব হয়ে যাই। শেষ কবে আল্লাহকে এভাবে ডেকেছি মনে করতে পারি না।

ইবনুল কায়্যিম (রহ) লিখেছেন,"বান্দার জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এর চেয়ে বড়ো শাস্তি আর হতেই পারে না যে, তার অন্তর কঠিন হয়ে যাবে আর সে তার রবের কাছ থেকে দূরে চলে যাবে। এ ধরনের কঠিন অন্তরকে গলানোর জন্যেই আগুন সৃষ্টি করা হয়েছে। যার অন্তর কঠিন হয়ে যায়, সেই-ই আল্লাহর কাছ থেকে সবচেয়ে দূরে চলে যায়। সে অন্তর কখনোই (আল্লাহর স্মরণে) অশ্রু ঝরাতে পারে না।" (আল ফাওয়াইদ, ১/৯৭)

কেন অন্তর কঠিন হয়ে যায়? ইবনুল কায়্যিম (রহ) সেটার উত্তরও দিয়েছেন। মূলত চারটি কারণে-

১। অতিরিক্ত খাওয়া।

২। বেশি ঘুমানো।

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

৩। বকবক বেশি করা।

৪। মানুষের সাথে খুব বেশি সময় কাটানো।" (আল ফাওয়াইদ, ১/৯৭)

আল্লাহর জন্যে কাঁদতে পারা একটি অনন্য গুণ। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে এটি দান করেন না। অনেকে আছেন চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর সালাত পড়তে পড়তে কপালে দাগ বসিয়ে ফেলেছেন, অথচ কখনো সালাত পড়তে গিয়ে কাঁদেননি।

রাসূল (সা) বলেছেন,

"যে আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, সে জাহান্নামে ততক্ষণ পর্যন্ত যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত দুধ আবার বাঁটে ফিরে যায় (অর্থ ৎ,াকখনোই না)।" (তিরমিযী, হাদিস নংঃ ১৬৩৩)

রাসূল (সা) আরেকটি হাদিসে উল্লেখ করেছেন, "সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ তা'আলা ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কারো ছায়াই থাকবে না (এ সাত শ্রেনী হচ্ছে)-

১) ন্যায়পরায়ণ শাসক,

২) যে যুবক আল্লাহর ইবাদত করতে করতে বড় হয়েছে,

৩) যে মানুষের অন্তর সবসময় মসজিদে লেপ্টে থাকে,

৪) যে দুইজন মানুষ আল্লাহর জন্য একে-অপরকে ভালোবাসে, দেখা করে, আর বিচ্ছিন্ন হয়,

৫) যে যুবককে উচ্চ বংশের কোনো সুন্দরী নারী গুনাহের জন্য (জিনা করার জন্য) আহ্বান করে আর সে জবাব দেয়, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।'

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

৬) যে এমনভাবে সদকা করে যে তার বাম হাত জানে না তার ডান হাত কী করছে।

৭) আর যে নীরবে আল্লাহকে স্মরণ করে আর তার দুই চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়।" (বুখারি, হাদিস নংঃ ৬৬০)

অনেকে আছেন তাদের ধার্মিকতা নিয়ে খুব প্রাউড ফিল করেন। তাদের থেকেও আল্লাহর ভয়ে কাঁদার এই গুণটি চলে যায়। আমাদের সালাফরা প্রচণ্ড ধার্মিক ছিলেন। তবুও তারা আল্লাহর ভয়ে কাঁদতেন। একজন সালাফ বলতেন,

"হয়তো আমি কোনো গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাব, আর এটা দেখে আল্লাহ বলবেন, 'আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও। আমি তোমার প্রতি খুবই রাগান্বিত।"

আরেকজন বলতেন,

"যাকে ইলম দেয়া হয়েছে কিন্তু সে আল্লাহর ভয়ে কাঁদে না, সে আসলে ইলমেরই যোগ্য না।"

আল হাসান (রহ) রাতের বেলা হুট করে উঠে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকতেন। মানুষজন বিরক্ত হয়ে এভাবে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে বলতেন,

"আমার নিজের করা একটি গুনাহের কথা মনে পড়ে গেছে।"

হুযাইফা (রা)-কে একবার কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে উনি কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন,

"আমি তো জানি না আমার সামনে কী আছে! (আল্লাহর) সন্তুষ্টি নাকি

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

ক্রোধ!”

ইবনে মাসউদ (রা) একদিন কামারের দোকানের সামনে যেয়ে দেখলেন লোহাকে আগুন দিয়ে গরম করা হচ্ছে। এটা দেখেই তিনি কেঁদে ফেলেন।

আবু বকর (রা) থেকে শুরু করে বহু সাহাবিদের মধ্যে কুরআন পড়ে কান্নার গুণটি ছিল।

ইবনে মাসউদ (রা)-এর কণ্ঠে কুরআনের এ আয়াত শুনে রাসূল (সা) কেঁদে দিয়েছিলেন-

“অতএব কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে উপস্থিত করব তাদের ওপর সাক্ষীরূপে?” (সূরা নিসা ৪:৪১)

ভালোবাসার মানুষের জন্য, এ পৃথিবীর জন্য তো অনেক কাঁদলেন। একদিন না হয় কুরআন পড়ে আল্লাহর ভয়ে কেঁদে দেখুন। এটাই হয়তো নাজাতের উসিলা হবে-

“তারা বলে, ‘আমাদের রব মহান, পবিত্র; আমাদের রবের অবশ্যই পূর্ণ হবে।

আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে আর এটা (কুরআন) তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।” (সূরা ইসরা ১৭: ১০৮-১০৯)

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

পরিশেষে কিছু কথা

পরিশেষে বলতে চাই বইটিতে অনেক ভুলত্রুটি থাকতে পারে। তাই দয়া করে ভুল হলে ক্ষমা করবেন এবং ভুলটি ধরিয়ে দেবেন।

আপনি যদি আপনার নিজের লেখা দিয়ে এমন PDF বুক বানাতে চান তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।

aazeenofislam@gmail.com

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.